

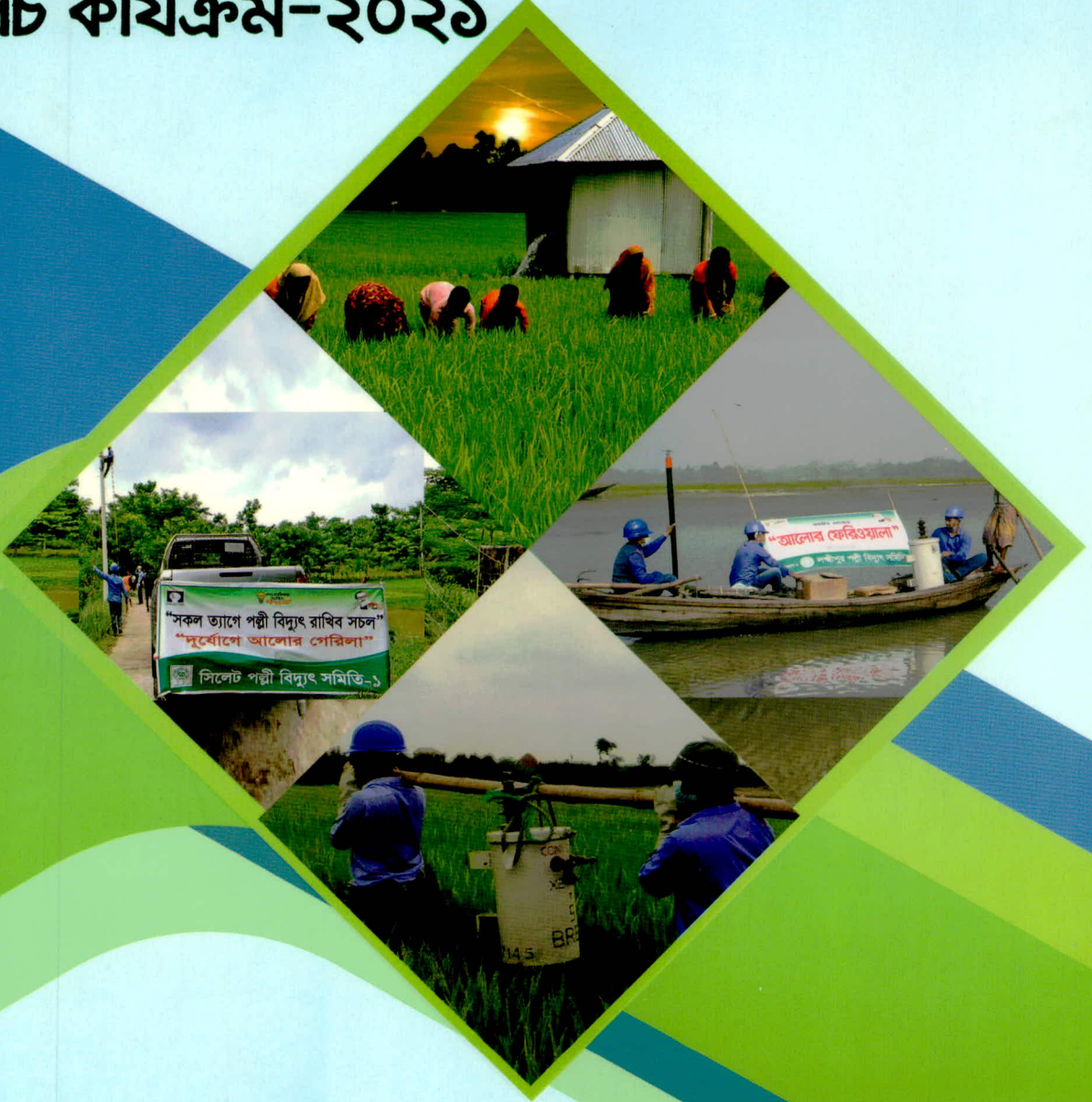


মুজিববর্ষেই

নিশ্চিত হবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন



বিদ্যুৎ সরবরাহ সেচ কার্যক্রম-২০২১



মুজিববর্ষ-বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ দায়িত্ব পালনে
আরো মন দিন, প্রশাসন থেকে দূর্নীতি দূর করুন।

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাতটি জেলা ও ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন
এবং ফেনী ১১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর শুভ উদ্বোধন।

মানুষের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়।

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন



বিদ্যুৎ সরবরাহ সেচ কার্যক্রম-২০২১

মুজিববর্ষ বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন।



বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার খণ্ডচিত্র।

ভূমিকা	০৪-০৫
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রভাব	০৬-০৭
সেচ কাজে জনপ্রিয় ওয়েট এন্ড ড্রাই (AWD) পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ধারণা	০৮
কৃষিতে সরকারের নির্দেশনা	০৯
সরকারের নির্দেশনার আলোকে সেচ মৌসুমে বিতরণ সংস্থাসমূহের করণীয়	০৯
সেচ মৌসুমে কৃষক ভাইদের করণীয়	১০
সংস্থাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সেচ পাম্পের বিস্তারিত তথ্য	১১
আসন্ন সেচ মৌসুমে (২০২১) বিদ্যুতের চাহিদা	১২
বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা	১৩
সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন পরিস্থিতি	১৪-১৬
২০২১ সালে সেচকার্যে সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদনের গ্রাফ চিত্র	১৭-১৮
লোড বন্টন ও সেচের জন্য বিদ্যুতের মান	১৯
সেচ মৌসুমে লোড ম্যানেজমেন্ট	২০-২১
সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সংস্থাসমূহের করণীয়	২১-২২
গ্রীড ভিত্তিক লোড রেশিও নির্ধারণ	২৩-২৮
উৎপাদন পূর্বাভাস সংরক্ষণ সিডিউল	২৯-৩৪
উৎপাদন অনুসারে অঞ্চল ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (দিবা, সন্ধ্যা ও সেচ)	৩৫-৩৮
উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (দিবা পিক)	৩৯-৪৫
উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (সন্ধ্যা পিক)	৪৬-৫২
উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড বন্টন চার্ট (সেচ পিক)	৫৩-৬১
সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা মনিটরিং কমিটিসমূহ	৬২-৭৫
মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের “গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান” কার্যক্রম	৭৬
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	৭৭

ভূমিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে সকল জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকার নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল আমার গ্রাম-আমার শহর; আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ; তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি: তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জন শক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। ধনী-দরিদ্র ও শহর-গ্রাম পর্যায়ে বৈষম্য হ্রাসে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি যে কোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার একটি অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিতে খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। এতদ্ব্যতীত কৃষি কাজের আওতা বৃদ্ধিতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে-যা বেকারত্ব হ্রাসে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা FAO এর প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন এবং গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে The Daily Bangladesh Post এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় ও স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়, ধান ও আলু উৎপাদনে যথাক্রমে তৃতীয় ও সপ্তম (According to DAE) অবস্থানে রয়েছে। ফসলের জাত উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন তিনগুণের বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ, ভুট্টা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া চা উৎপাদনে ১২তম, আম উৎপাদনে অষ্টম এবং ফল উৎপাদনে ১০ তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ইতোমধ্যে ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে (জুলাই-২০২০)। কৃষি, শিল্প, রপ্তানী খাতসহ সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যুতের বর্ধিত উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক লোড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফলে সেচ সংযোগে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছর ধরে সেচ মৌসুমে আশানুরূপ কৃষি ফলন পাওয়া গেছে। যার ফলশ্রুতিতে ধান উৎপাদনে দেশ সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এবং বাংলাদেশ বর্তমানে চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। তাই আসন্ন সেচ মৌসুমেও পরিকল্পিত সেচ-লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০ সালে সমগ্র বাংলাদেশে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক সর্বমোট প্রায় ৪,২৮,৭৮১ টি সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছিল তন্মধ্যে বাপবিবোর্ড কর্তৃক ৩,৫৭,৬৯০ টি সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। ২০২১ সেচ মৌসুমে বাপবিবোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে ৫,৮৪৮ টি সেচ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এ সংখ্যা আরও প্রায় ১১,৭৪২ টি বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৩,৭৫,০১০ টি তে উন্নীত হবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) বর্তমান সেচ মৌসুমে মোট সেচ সংযোগের প্রায় ৮৩.৯৭% সংযোগ প্রদান করে বিধায় কৃষিতে বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে বাপবিবোর্ডের অবদান অবিস্মরণীয়। আরইবির মাধ্যমে বিএডিসি, বিএমডিএ, বিআরডিবি এর আওতায় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে উত্তরবঙ্গ, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র কৃষিকাজে পানি ব্যবহারের জন্য স্থাপিত সেচযন্ত্রে অতি দ্রুততার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। বিএডিসিসহ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যুৎ সুবিধা গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের উত্তরাঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ করছে। এছাড়া দেশের সেচ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আরইবি সৌর বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করছে। সেচ মৌসুমে গ্রীড বিদ্যুতের উপর অতিরিক্ত চাপ হ্রাস এবং দূষিত পদার্থের নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৪ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক এলাকায় ২০০০টি পরিবেশ বান্ধব সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সেচ পাম্পের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এখানে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের সংখ্যা দেশের মোট বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের প্রায় ৪৪.৫৭%। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহ যা ২৫.১২% এবং ১৪.৪৭% নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বৃহত্তর খুলনা বিভাগ। সেচ পাম্পের মধ্যে বড় অংশ হচ্ছে অগভীর নলকূপ, যা গভীর নলকূপ ও লো-লিফট পাম্পের তুলনায় যথাক্রমে আট গুণ ও বিশ গুণ।

বর্তমানে বাপবিবোর অধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক ৩,৬৩,৫৩৮টি সেচ সংযোগের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৫৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিখাত যান্ত্রিকীকরণ এবং সেচের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের এক ইঞ্চি জায়গাও পতিত না রাখার আহবান জানিয়েছেন। তৎপ্রেক্ষিতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেচ নীতিমালা সহজীকরণসহ শুধু সেচ মৌসুম নয় বরং বছরব্যাপী সেচ সংযোগ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে ফসল উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে যে জমিতে ১টি মাত্র ফসল উৎপাদন হতো বর্তমানে সে একই জমিতে ২/৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সর্বোপরি ফসল উৎপাদনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ নীতিমালা সহজীকরণের ফলে কৃষকগণ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। সেচের ক্ষেত্রে সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বাপবিবোর্ডের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ৪০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২০০০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে; যা বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের একক বৃহৎ প্রকল্প।

সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিতে খুলে দিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বহির্বিশ্বে খাদ্য রপ্তানিও সম্ভব হয়েছে। এ সফলতার অন্যতম কারণ এক ফসলী জমিতে বছরে তিনবার চাষাবাদ করতে সক্ষম হওয়া। সেচ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুতের ব্যবহারই এটি বহুলাংশে নিশ্চিত করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল বিতরণ সংস্থা কর্তৃক সর্বমোট ৪,৪৬,৬০৭ টি সেচ সংযোগের মাধ্যমে উক্ত সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার ফলে একই জমিতে একাধিক ফসল চাষাবাদ সম্ভব হয়েছে। ফসল উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি কৃষি কাজের আওতা বৃদ্ধিতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে-যা বেকারত্ব হ্রাসে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। দেশের সেচ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আরইবিসৌর বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করছে। সেচ কাজে মানসম্পন্ন ও টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহের এ ধারাকে অব্যাহত রেখে দেশে কৃষি বিপ্লব সংঘটনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগ বদ্ধপরিকর।

আসন্ন সেচ মৌসুমে দেশব্যাপী সেচের জন্য সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত লোড ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিজ্ঞানস মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সম্বলন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেচ মৌসুমে পরিকল্পিত লোড ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ও অঞ্চলভিত্তিক লোড ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সঠিক ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে উপকেন্দ্র, বিতরণ লাইন, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং আপদকালীন সময়ের জন্য ট্রান্সফর্মারসহ প্রয়োজনীয় মালামাল মজুদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে তরল জ্বালানি ও গ্যাস সরবরাহ এবং কয়লা মজুদ নিশ্চিত করার জন্য জ্বালানি বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথা বিপিসি, পেট্রোবাংলা, রেলওয়ে ও নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে সভা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কৃষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় বিগত বছরগুলোর ন্যায় আসন্ন সেচ মৌসুমে সরকার যেকোন মূল্যে সেচ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ইনশাআল্লাহ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও আমরা এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবো।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রভাব

“সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।”

পটভূমিঃ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হলো কৃষি। “মুজিববর্ষ পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথে কৃষি সেক্টরের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কৃষিবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাপবিবোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম প্রায় শেষ প্রান্তে রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, “কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, তৈরি হবে স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ক্ষুধামুক্ত দেশ উপহার দেওয়ার জন্য সকল সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৪,৩২,১৬৫ টি সেচ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের নিকট হতে নতুন নতুন সেচ সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও সংযোগের কাজ চলমান রাখা হয়েছে।

সেচ পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল প্রাচীন মিশরে। বৃটিশ-ভারতে মানবসৃষ্ট সেচ ব্যবস্থা ছিল না। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন শাসনামলে সেচ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৬১ সালে বিএডিসি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৭ সালে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ১৯৭২ সাল থেকে অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থা চালু হয়। বর্তমানে দেশের ক্রমবর্ধমান ১৬.৬৭ কোটি লোকের বার্ষিক খাদ্য চাহিদা মেটাতে ন্যূনতম ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করা প্রয়োজন। দেশের আবাদযোগ্য জমি ৮৫.৮৫ লক্ষ হেক্টর; যার মধ্যে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৫৬ লক্ষ হেক্টর (৬৫%) সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সেচ প্রদানকৃত জমির মধ্যে ৪০.৮১ লক্ষ হেক্টর (৭৩.৩২%) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার এবং ১৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর (২৬.৫৬%) জমিতে সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করা হয়। ২০১৯ সাল পর্যন্ত সারাদেশে ৩৭,৫৩৮ টি গভীর নলকূপ, ১৩,৯৯,০৩৫ টি অগভীর নলকূপ, ১,৫৯,২১৩ টি এলএলপি এবং ৯৮,১০৪টি প্রাচীন পদ্ধতির সেচ যন্ত্র চলমান ছিল (সূত্র: BADC, MIRSR 2019)। এর প্রেক্ষিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪২,৪৪১ টি গভীর নলকূপ, ৩,০৬,০৭৭ টি অগভীর নলকূপ এবং ১৩,৮২০ টি এলএলপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে (সূত্র: ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি হতে সংগৃহীত ২০২০ এর সেচ তথ্য)।

এখন পর্যন্ত সেচ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত ৫৫.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে ৫২.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে যান্ত্রিক তথা গভীর, অগভীর, এলএলপি দ্বারা এবং ২.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রাচীন/ মানবচালিত পদ্ধতির সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বিগত খরিপ সেচ মৌসুমে সর্বোচ্চ ১৫,৭৪,৮৫৯টি সেচ পাম্প/যন্ত্রপাতি চলমান ছিল; যার ২১.৪১% বিদ্যুৎ চালিত এবং ৭৮.৫৯% ডিজেল চালিত (সূত্র- BADC, MIRSR 2019)।

সেচ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের জন্মলগ্ন তথা ১৯৭৭ সাল থেকেই সেচ সংযোগ প্রদানের কাজ একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে গন্য হয়ে আসছে। আরইবি প্রতিবছর ক্রমাগতভাবে ৪-৫% হারে নতুন সেচ সংযোগ বৃদ্ধি করে দেশের সামগ্রিক সেচ কার্যক্রমে অনন্য ভূমিকা রাখছে। মোট বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচের ৮৩.৯৭% আরইবি প্রদান করে। এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কারণে ধান উৎপাদন ১৯৯৯ সালের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক ৩.৫৩ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ধানের চাহিদা বার্ষিক ৩.৫১ কোটি মেট্রিক টন (সূত্র- Grain Report Number BG:1903)।

পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ৭৪.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে (WARPO- 2000)। সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সারা বৎসর ব্যাপী সেচের আওতায় আনা গেলে প্রায় ৬ কোটি মেট্রিক টন ধান/দানা শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ টেকসইভাবে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হবে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর অন্র, বস্ত্র, বাসস্থান ও পুষ্টির চাহিদা, ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধিই একমাত্র ভরসা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের অবশিষ্ট ৭৮.৫৯% সেচ পাম্পের চলমান ডিজেল ইঞ্জিন অপসারণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হলে কৃষকের সেচ ব্যয় এক-পঞ্চমাংশে নেমে আসবে। কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে; যা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

সেচ পাম্পের ঐতিহাসিক উন্নয়নের গ্রাফচিত্র

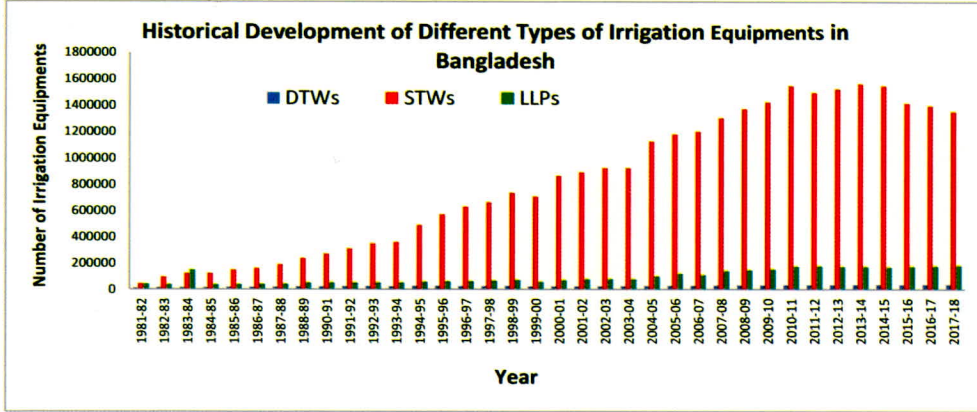


Figure 1: Historical Development of Different Types of Pumps in Bangladesh

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে পল্লী এলাকায় সেচ সংযোগ নিয়ে চাষীরা শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন মত জমিতে সেচের পানি দিয়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এক ফসলি জমি সেচের প্রভাবে দুই বা ততোধিক ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পল্লী এলাকায় দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেচের ফলে কৃষির মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে (শস্য রোপন, নিড়ানি, মাড়াই, সংরক্ষণ) ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কৃষি পরিবারের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং জীবনধারণের মান সম্পর্কিত খাতসমূহ যথা শিক্ষা, চিকিৎসা, পোশাক, খাদ্য এবং উৎসবে ব্যয় বহন করতে সামর্থ্য অর্জন করেছে। আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা হার বেড়েছে, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, অর্থনৈতিক আয় বেড়েছে, দারিদ্রের হার কমেছে, বিদ্যুৎ সুবিধা বেড়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ধান উৎপাদনে একসময়কার প্রসিদ্ধ জেলা বরিশালের পার্শ্ববর্তী জেলাসহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলে ধানসহ অন্যান্য সবজি, আখ, মালটা প্রভৃতি বিভিন্ন ফল যেমনঃ কলা, পেয়ারা, আমড়া, নারিকেল, সুপারি চাষ শুরু হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে নদী নালা ও খাল বিল বেষ্টিত হলেও পানিতে লবনাক্ততা থাকায় চাষাবাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিঠা পানি পাওয়া যায় না। শতভাগ বিদ্যুতায়ন এর মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক উক্ত অঞ্চলে সেচ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে লোনা পানি হতে মিঠা পানির সংস্থান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলাতে ধানের পাশাপাশি সবজি ও ভুট্টা চাষে পল্লী বিদ্যুতের সেচ সংযোগের মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত অঞ্চলের সবজি ও ভুট্টা দেশের সকল অঞ্চলে বাজারজাত করা হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন সেচ কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় বিপুল পরিমাণে ধান উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত ধানের বদৌলতে কুষ্টিয়ার খাজা নগরে দেশের বৃহত্তম চাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী মোকাম গড়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে কৃষিতে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিংকেজ তৈরী হয়েছে; যা বেকারত্ব হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সেচ ব্যবহারকারী কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দৃশ্যমান হওয়ায় এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে সেচ সংযোগে নানাবিধ সুবিধাদি পাওয়ায় সারাদেশের কৃষকগণ পল্লী বিদ্যুতায়নের সেচ সংযোগ গ্রহণে অধিক আগ্রহী হচ্ছে। কৃষিকাজে সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা দেশের কৃষকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্রের হার হ্রাস পেয়েছে, কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, যা কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে। সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক ফলনের মাধ্যমে কৃষকগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হওয়ায় সামাজিক অবস্থানের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে। এক কথায় বলা যায় কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুতায়ন সেচ কার্যক্রম অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সকল সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে ৪,৩৪,৬২৯ টি সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ডিজেল চালিত পাম্পের ক্ষমতা ৩০-৪০%। অপরদিকে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের ক্ষমতা ৭০-৮০%। এছাড়াও সরকারের সদিচ্ছার কারণে বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প ২০% রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। সেচের সহজলভ্যতার জন্য ফসলের উৎপাদন খরচ কমেছে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য শস্য ও সবজী উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এক/দুই ফসলী জমিকে তিন/চার ফসলী জমিতে রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে। মোট কথা, বিদ্যুতায়নের ফলে সেচ পাম্পের মাধ্যমে কৃষির মোট উৎপাদনশীলতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সার্বিকভাবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

সেচ কাজে জনপ্রিয় ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতির (AWD) সংক্ষিপ্ত ধারণা

- জনপ্রিয় ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতির পূর্ণরূপ হলো- Alternate Wetting & Drying (AWD)। ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি হল ধান ক্ষেতে সেচ দেয়ার উপর্যুক্ত সময় নির্ধারণ পদ্ধতি। মাটিতে পর্যাপ্ত রস/পানি থাকলে ধান গাছ শিকড়ের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ করতে পারে। ধান ক্ষেতে একটি ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক বা বাঁশের পাইপ বসিয়ে মাটির নিচে গাছের শিকড়ের এলাকায় (Root Zone depth) পানি পর্যবেক্ষণ করে সেচ দেওয়াই হলো এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।
- ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে পানির স্তর দিন দিন নেমে যাচ্ছে। তাই এ পদ্ধতির মাধ্যমে ধান চাষে পর্যায়ক্রমে জমি শুকানো ও ভিজা রেখে পরিমিত সেচ প্রদানের মাধ্যমে মূল্যবান সেচের পানি ও জ্বালানি (বিদ্যুৎ/ডিজেল) সাশ্রয় করা এবং সেচ খরচ কমানো সম্ভব।
- ধানের চারা রোপনের ১০/১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সে. মি. দাড়ানো পানি রাখতে হবে। তারপর থেকে ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি (AWD) কার্যকর হবে। এভাবে প্রথম দিকে জমিতে দাড়ানো পানি রাখলে ধান ক্ষেতে আগাছা কম হবে। এরপরও ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতিতে (AWD) সেচ প্রদান করলে ধান ক্ষেতে কখনও কখনও আগাছার উপদ্রব বেশি হতে পারে বিধায় আগাছা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সেচ সাশ্রয়ী ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি (AWD) চালুর পর, প্রতিবার সেচের সময় এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে যাতে জমিতে ৫ সেগমিঃ গভীরতায় পানি থাকে। অতপর পানি কমতে কমতে পানির স্তর যখন পর্যবেক্ষণ পাইপের ভিতর ২০ সে. মি. নীচে নেমে যাবে অর্থাৎ পাইপের তলার মাটি দেখা যাবে, তখন আবার সেচ দিতে হবে। এ অবস্থায় আসতে মাটি ভেদে ৫-৮ দিন সময় লাগবে। এভাবে ফুল আসা পর্যন্ত সেচ দিয়ে যেতে হবে। ফুল আসার পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে সব সময় ২-৪ সে.মি. পানি রাখতে হবে। এ সময় যেন কোন অবস্থাতেই পানির ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতপর ধান কাটার ২ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।
- সেচ খরচ কমাতে না পারলে ধান চাষ লাভজনক হবে না। এজন্য ধানের জমিতে ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি (AWD) ব্যবহার করে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সেচ প্রদান করলে মূল্যবান পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয় হবে। ফলে ধানের উৎপাদন খরচ কম হবে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবেশ রক্ষা পাবে। তাই উক্ত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ধানের জমিতে সেচ প্রদানের জন্য সকল কৃষক ভাইদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হলো।



NESCO এর সেচ কার্যক্রম

কৃষিতে সরকারের নির্দেশনা

- করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চলতি মৌসুমে সকল সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা, অধিক ফসল উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে”।
- ধান উৎপাদনের পাশাপাশি পিয়াজ, রসুন, ডাল, তেলজাতীয় শস্য, হলুদ, আদা, শাকসবজি, মৌসুমী ফুল-ফলসহ সকল ধরনের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

সরকারি নির্দেশনার আলোকে সেচ মৌসুমে বিতরণ সংস্থাসমূহের করণীয়

- বিগত সেচ মৌসুমের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সেচ মৌসুমের চাহিদা নিরূপণপূর্বক সকল বিতরণ সংস্থা (Utilities) কে পর্যাপ্ত মালামালের (বিতরণ ট্রান্সফর্মার, সার্ভিস ড্রপ তার, মিটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল) মজুদ নিশ্চিত করতে হবে।
- কারিগরি সক্ষমতার ভিত্তিতে বাস্তবভিত্তিক লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেচ সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ওভারলোডেড লাইন/উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন ও ট্রান্সফর্মার মেরামত, লোড বিভাজন, ফিডার বিভাজন, ১১ কেভি লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নে ক্যাপাসিটর স্থাপন ও ভোল্টেজ উন্নয়নে লাইন রেগুলেটর স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম সেচ মৌসুম শুরুর পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল বিতরণ সংস্থার প্রতিটি অফিসে সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ/ডেস্ক চালু করতে হবে এবং কমপক্ষে একজন কর্মকর্তা দ্বারা বিষয়টির সার্বক্ষণিক মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। একাজে ব্যবহৃত হটলাইন নম্বরটি ব্যাপক প্রচার প্রচারণার (লিফলেট, পোস্টার, ডিস লাইন, স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি) মাধ্যমে গ্রাহকদের অবহিত করতে হবে।
- সকল বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অফিসভিত্তিক সেচ মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটির কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- কৃষকদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সকল বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়ে সময়ে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে যেতে হবে। লো-ভোল্টেজ বা অন্যান্য কারিগরি কারণে কোনক্রমেই যাতে কৃষকের ফসলের জমি সেচের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- বিতরণ ট্রান্সফর্মার, সার্ভিস ড্রপ তার, মিটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল নষ্ট হলে বা চুরি হলে তা দ্রুত প্রতিস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে শেখল্য, গাফিলতি বা অবহেলা করা যাবে না।
- বৈশ্বিক মহামারী (COVID-19) এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সুসংহত করার লক্ষ্যে বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাহকবান্ধব হয়ে কাজ করতে হবে।

সেচ মৌসুমে কৃষক ভাইদের করণীয়

- ❖ সেচ পাম্পগুলো পিক আওয়ারে পরিচালনা না করা।
- ❖ অফ-পিক আওয়ারে রাত ১১:০০ টা থেকে পরদিন সকাল (মাঠের বাস্তুব প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায়) পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখা।
- ❖ এলাকাভিত্তিক সেচ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রদেয় আবর্তন (রোটেশন) পদ্ধতি মেনে চলা।
- ❖ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর নির্দেশনা অনুযায়ী সেচ যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান ০.৯৫ থেকে ১.০ এর মধ্যে নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ মানের ক্যাপাসিটর ও অটো পিএফআই স্থাপন করা।
- ❖ এক সঙ্গে সকল সেচ যন্ত্র চালু না করে প্রয়োজনে দুই শিফট চালু করা।
- ❖ কৃষি বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জমিতে আদর্শমানের চাষ পদ্ধতি (ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি) মেনে চলা।
- ❖ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ জমিতে না দেয়া।

সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ/তথ্যের জন্য যোগাযোগের টেলিফোন নম্বর:



বিদ্যুৎ বিভাগ

: ০২-৯৫১২২৬৫



বাপবিবো

: ০২-৮৯০০২৯৮, ০১৭৯২-৬২৩৪৬৭



বিউবো

: ০২-৯৫৫৩১০০, ০১৮১৯২২৮৬১৬



ওজোপাডিকো (খুলনা-বরিশাল)

: ০৪১-৭২৪৪৭২



নেসকো (রাজশাহী-রংপুর)

: ০৭২১-৭৭৪৬৮৬, ০৫২১-৬৫৯৯৯



পল্লী বিদ্যুতের সেচ কার্যক্রম

সংস্থাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সেচ পাম্পের বিস্তারিত তথ্য

চলতি মৌসুমে সম্ভাব্য সেচ পাম্পের অনুপাত নিম্নরূপঃ

অগভীর নলকূপঃ গভীর নলকূপ = ৮ : ১

অগভীর নলকূপঃ লো-লিফট পাম্প = ২০ : ১

সংস্থা ভিত্তিক সেচ পাম্পের প্রবৃদ্ধির তথ্য

সেচ মৌসুম	বিউবো	বাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাড়িকো	নেসকো	মোট	গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি
২০২০	৩৫৫১০	৩৫৭৬৯০	২৫	১৫	৭৮৫২	২৭৬৮৯	৪,২৮,৭৮১	৪.৯৮%
২০২১	৩৫৯০৪	৩৭৫০১০	২২	৩১	৮১৮৩	২৭৪৫৭	৪,৪৬,৬০৭	

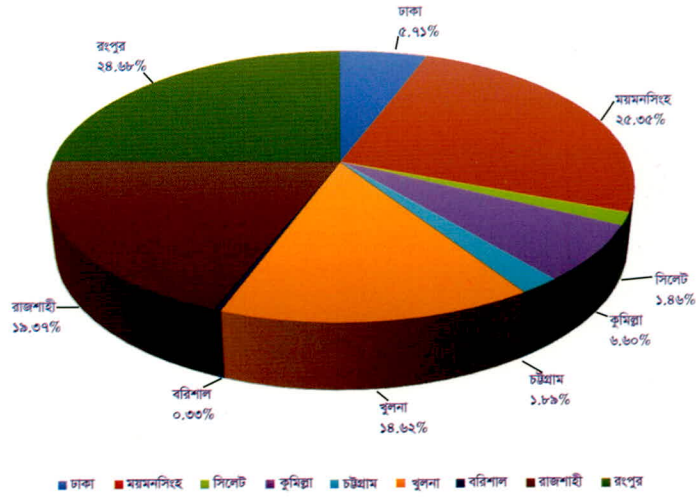
বাপবিবো	- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
বিউবো	- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
ডিপিডিসি	- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ
ডেসকো	- ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ
ওজোপাড়িকো	- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
নেসকো	- নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

ইউটিলিটি সমূহের অধীন এলাকা ভিত্তিক বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের তথ্য

বিদ্যুৎ সম্বলন ও বিতরণ এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লোড বন্টন এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে ৯ (নয়) টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ (বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা), সিলেট, কুমিল্লা (বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাসহ), চট্টগ্রাম, খুলনা (খুলনা বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা), বরিশাল, রাজশাহী (বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা) এবং রংপুর (বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা) নিয়ে মোট নয়টি অঞ্চলকে ভাগ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলসমূহে ব্যবহৃত সেচ পাম্পের তথ্য নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

অঞ্চল	২০২০ মৌসুমে পাম্প সংখ্যা	২০২১ মৌসুমে সম্ভাব্য পাম্প সংখ্যা								গত বছরের তুলনায় হ্রাস/ বৃদ্ধি %
		বাপবিবো	বিউবো	নেসকো	ওজোপা ডিকো	ডিপিডিসি	ডেসকো	মোট	%	
ঢাকা	২৪২৭৮	২৫৪৩২				২২	৩১	২৫৪৮৫	৫.৭১%	৪.৯৭%
ময়মনসিংহ	১০২১৮৯	৮১৬৬৭	৩১৫৩১					১১৩১৯৮	২৫.৩৫%	১০.৭৭%
সিলেট	৫৬৩৯	৬৩০৯	২১৪					৬৫২৩	১.৪৬%	১৫.৬৮%
কুমিল্লা	২৮৩৫৭	২৬৪৩৮	৩০৫৩					২৯৪৯১	৬.৬০%	৪.০০%
চট্টগ্রাম	৮২৯৮	৭৩২৯	১১০৬					৮৪৩৫	১.৮৯%	১.৬৫%
খুলনা	৬৪২০৫	৫৭২০২			৮১০৫			৬৫৩০৭	১৪.৬২%	১.৭২%
বরিশাল	১৩১৪	১৩৭৬			৭৮			১৪৫৪	০.৩২%	১০.৬৫%
রাজশাহী	৮৫৫৬৮	৮০৪৬৫		৬০৪৭				৮৬৫১২	১৯.৩৭%	১.১০%
রংপুর	১০৮৯৩৩	৮৮৭৯২		২১৪১০				১১০২০২	২৪.৬৮%	১.১৬%
মোট	৪২৮৭৮১	৩৭৫০১০	৩৫৯০৪	২৭৪৫৭	৮১৮৩	২২	৩১	৪৪৬৬০৭	১০০%	৫১.৭১%

অঞ্চলভিত্তিক সেচ পাম্পের ঘনত্ব



পাম্পের ক্ষমতা

সেচ পাম্পের বৈদ্যুতিক মোটরের রেটিং এর ভিত্তিতে প্রতিটি গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং লো-লিফট পাম্প এর গড়ে বৈদ্যুতিক লোডের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

পাম্পের ধরন	সকল ক্ষেত্রে	ব্যতিক্রম (বিউবো, রাজশাহী)
গভীর নলকূপ	২০ কিলোওয়াট	২৭.৫ কিলোওয়াট
অগভীর নলকূপ	৩ কিলোওয়াট	৮.০ কিলোওয়াট
লো-লিফট পাম্প	১২ কিলোওয়াট	

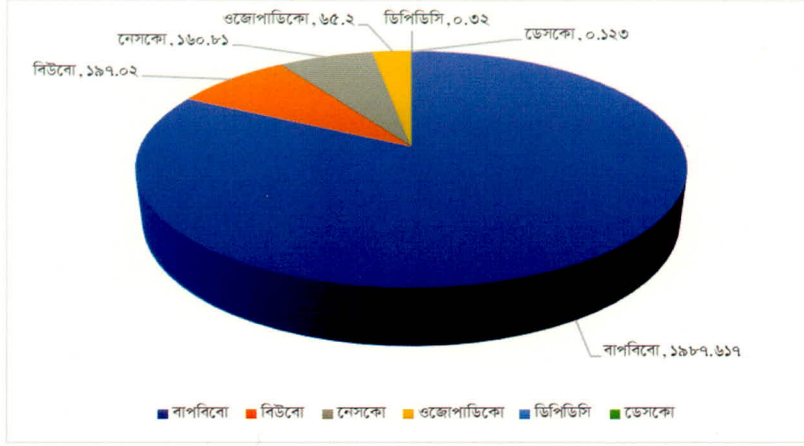
মোট সেচ পাম্পের ৮৩.৯৭ ভাগের উপর বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এলাকায় অবস্থিত। বিগত বছরগুলোতে যথাযথভাবে লোড ব্যবস্থাপনার ফলে সার্বিক চাহিদায় ১.৬ থেকে ১.৭ ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর পাওয়া গেছে। অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে সেচ পাম্পের সংখ্যা ও অবস্থান বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় ডাইভারসিটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব পড়ে না।

২০২১ সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পের বিদ্যুৎ চাহিদা (মেগাওয়াট)

অঞ্চল	বাপবিবো	বিউবো	নেসকো	গুজোপাড়িকো	ডিপিডিসি	ডেসকো	মোট	%
ঢাকা	১৪৬.১৫	-	-	-	০.৩২	০.১২৩	১৪৬.৫৯৩	৬.২০
ময়মনসিংহ	৩৩৯.২০	১৭৩.১৫	-	-	-	-	৫১২.৩৫	২০.৮৪
সিলেট	৩৯.২৯৩	১.১৬	-	-	-	-	৩০.৪৫৩	১.৩৫
কুমিল্লা	১৪৫.৮৩	১৬.৬৮	-	-	-	-	১৬২.৫১	৬.৮৫
চট্টগ্রাম	২০.৫১১	৬.০৩	-	-	-	-	২৬.৫৪১	১.০৯
খুলনা	২৬৩.৫৭	-	-	৬৪.০৪	-	-	৩২৭.৬১	১৩.৪১
বরিশাল	১১.১৪৩	-	-	১.১৬	-	-	১২.৩০৩	০.৫৭
রাজশাহী	৪৮৯.৩০	-	৬২.৪২	-	-	-	৫৫১.৭২	২৩.১২
রংপুর	৫৪২.৬২	-	৯৮.৩৯	-	-	-	৬৪১.০১	২৬.৫৭
সকল অঞ্চল	১৯৮৭.৬০	১৯৭.০২	১৬০.৮১	৬৫.২০	০.৩২	০.১২৩	২৪১১.০৯	১০০

আসন্ন সেচ মৌসুমে (২০২১) বিদ্যুতের চাহিদা

২০২১ সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পের সংস্থাওয়ারী বিদ্যুৎ চাহিদা ২৪১১.০৯ (মেঃ ওঃ)

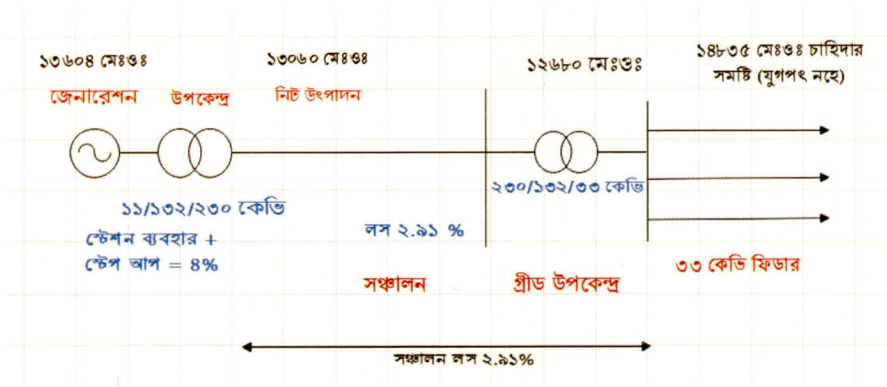


বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা

বর্তমানে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ২৩৫৪৮ মেগাওয়াট (জুলাই, ২০২০)। ২০২০ সালে বিদ্যুতের সর্বাধিক চাহিদা ছিল ১২,৮৯২ মেঃওঃ (তারিখ ০৫/০৯/২০২০) এবং উক্ত চাহিদার বিপরীতে ১২,৮৯২ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে পর্যাপ্ত গ্যাস না পেলে বিদ্যুতের যোগান দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তবে সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকায় চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ

বর্তমান ব্যবস্থার ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি বাস-বার থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। সেগুলোর সর্বোচ্চ চাহিদা যুগপৎ সংগঠিত হয় না। ফলে মোট চাহিদা এসব ফিডারের গাণিতিক যোগফলের সমান নয় বরং কিছুটা কম।



৩৩ কেভি ফিডার প্রাপ্তে সকল ফিডারের সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল

গ্রীড উপকেন্দ্র প্রাপ্তে চাহিদা ১৪৮৩৫/১.১৭ (ডাইভারসিটি)

২.৯১ % সঞ্চালন লস ধরে নিট উৎপাদন = গ্রীড উপকেন্দ্রে চাহিদা / ০.৯৭০৯

৪% (স্টেশন ব্যবহার+স্টেপ-আপ) ধরে গ্রস উৎপাদন প্রয়োজন = নিট উৎপাদন/০.৯৬

= ১৪,৮৩৫ মেগাওয়াট

= ১২,৬৮০ মেগাওয়াট

= ১৩,০৬০ মেগাওয়াট

= ১৩,৬০৪ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর, সঞ্চালন লস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিজস্ব ও অস্বিলিয়ারি ব্যবহার বিবেচনায় আনতে হয়। উপরের চিত্রে এর উদাহরণ দেখানো হয়েছে। ৩৩ কেভি ফিডারের উৎসে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোর সর্বোচ্চ মোট চাহিদার যোগফল ১৪৮৩৫ মেগাওয়াট হলে উপরিউক্ত ডাইভারসিটি অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র প্রাপ্ত ১২,৬৮০ মেগাওয়াট সরবরাহ হতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সরবরাহ পয়েন্ট হতে সঞ্চালন হয়ে বিতরণ পর্যন্ত ২.৯১% সঞ্চালন লস ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৩২/২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের উৎস প্রাপ্ত লোডের চাহিদা ১৩০৬০ মেগাওয়াট। স্টেশন ব্যবহার এবং স্টেপআপ লস ৪% বিবেচনায় জেনারেটর টার্মিনালে এস উৎপাদন ১৩৬০৪ মেগাওয়াট নিশ্চিত করতে হবে।

সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন পরিস্থিতি

সেচ মৌসুমের সংশ্লিষ্ট মাস গুলোতে চলতি বছরের অনুমিত লোডের সাথে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা হতে প্রাপ্ত গত বৎসরের রেকর্ডকৃত বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনামূলক বিবরণ নিম্নবর্ণিত টেবিল-এ প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে প্রবৃদ্ধির হার ৭% ধরা হয়েছে: যা চাহিদা পূর্বাভাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।



বিদ্যুৎ বিতরণ উপকেন্দ্র

সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা

বিগত এবং আগামী সেচ মৌসুমে বিতরণ অঞ্চলে মোট তুলনামূলক বিদ্যুৎ চাহিদা/তুলনা (মেগাওয়াট)

অঞ্চল	জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল	
	২০২০	২০২১	২০২০	২০২১	২০২০	২০২১	২০২০	২০২১
ঢাকা	৩৫৫৯	৩৮০৮	৪৬৩০	৪৯৫৪	৫০২৯	৫৩৮১	৫৫১৭	৫৯০৩
চট্টগ্রাম	১০৩৩	১১০৫	১২৪৪	১৩৩১	১৩৪১	১৪৩৫	১৩৬১	১৪৫৬
ময়মনসিংহ	৫৫১	৫৯০	৬২১	৬৬৪	৬৮২	৭২৯.৭	৬৭৫	৭২২.৩
সিলেট	৩৯৪	৪২২	৪৬২	৪৯৪	৫০০	৫৩৫	৫৩৬	৫৭৩.৫
কুমিল্লা	৯২৩	৯৮৮	১১০৩	১১৮০	১২৫৪	১৩৪২	১২৪০	১৩২৭
খুলনা	১২৩৬	১৩২৩	১৫০১	১৬০৬	১৫৫১	১৬৬০	১৬৪৫	১৭৬০
বরিশাল	১৯১	২০৪	২৩৩	২৪৯	২৫৫	২৭২.৯	২৭৪	২৯৩.২
রাজশাহী	১১৪৯	১২২৯	১৩৬১	১৪৫৬	১৫৩৩	১৬৪০	১৬৩৯	১৭৫৪
রংপুর	৭৮৭	৮৪২	৯৯৩	১০৬৩	৮১১	৮৬৭.৮	৮৮৪	৯৪৫.৯
মোট চাহিদা	৯৮২৩	১০৫১১	১২১৪৮	১২৯৯৮	১২৯৫৬	১৩৮৬৩	১৩৭৭১	১৪৭৩৫

সেচ লোড মূলতঃ জানুয়ারির মাঝামাঝি আসতে থাকে। রাজশাহী বিভাগে এ সময় থেকে সেচের পাম্প চালু হতে থাকে। ২/৩ সপ্তাহ পরে শুরু হয় ঢাকা বিভাগের সেচ পাম্প। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সেচ ব্যবস্থা কিছুটা বিলম্বে শুরু হয়। কৃষি জমির প্রস্তুতির সাথে বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। তবে এপ্রিল মাসে সেচের জন্য বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ হয়।

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহ থেকে চলতি সেচ মৌসুমের সম্ভাব্য পাম্প সংখ্যা, সেচ লোড এবং চাহিদার উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে। লোড ডেসপাচের দায়িত্ব পিজিসিবি কর্তৃক গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক এবং সামগ্রিক সিস্টেমের সম্ভাব্য চাহিদার পূর্বাভাস দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বৎসরের চাহিদার উপর বাৎসরিক লোড প্রবৃদ্ধি ৭% ধরে চলতি বৎসরের জানুয়ারী মাসের শুরু থেকে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ চাহিদার পূর্বাভাস তৈরি করা হয়েছে। বিউবো থেকে উপরোক্ত সময়ের জন্য সম্ভাব্য উৎপাদনের পূর্বাভাস সরবরাহ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গ্রীড উপকেন্দ্র প্রান্তে প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ গ্রস জেনারেশনের প্রায় ৯৩% অর্থাৎ গ্রস জেনারেশন গ্রীড উপকেন্দ্র পর্যন্ত পাঠাতে প্রায় ৭% লস হচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোর সম্মিলিত চাহিদা ও প্রকৃত চাহিদার মধ্যে ১৭% কো-ইন্সিডেন্টাল সাশ্রয় হয়। সুতরাং ঘাটতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি রয়েছেঃ

(ক) গ্রস জেনারেশন এর সাথে সংস্থাগুলোর সম্মিলিত চাহিদাকে তুলনা করা।

(খ) নীট জেনারেশন এবং গ্রীড উপকেন্দ্রে প্রতিফলিত কো-ইন্সিডেন্টাল চাহিদা এর পার্থক্য ধরা।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কারিগরী দিক থেকে যুক্তিযুক্ত, কিন্তু বর্তমান মিটারিং ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক নীট জেনারেশন নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রতি ১ (এক) ঘন্টা পরপর গ্রস উৎপাদন তথ্য রেকর্ড করা হয়। তাই উপাত্তের লভ্যতা বিবেচনায় (ক)-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

আসন্ন সেচ মৌসুমে শুরুর দিকে সেচ সময়কালীন (রাত ১১.০০ থেকে সকাল ৭.০০ টা) মোট বিদ্যুৎ চাহিদা ১০,৫১১ মেগাওয়াট ধরা হয়েছে: যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে এপ্রিল/২০২১ মাসে ১৫,২৪৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬,১৭৬-১৬,৭৩৬ মেগাওয়াটে উঠানামা করবে।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, সেচ সময়কালীন প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ থাকলে কোন বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকবে না। এটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি। প্রত্যাশার বাইরেও কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটলে ঘাটতি হতে পারে। দিবাকালীন এবং সেচকালীন পিক সময়ের জন্য সম্ভাব্য চাহিদা উৎপাদন অনুসারে অঞ্চলভিত্তিক চার্টে বর্ণিত হয়েছে।

গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি সরবরাহ ও কাণ্ডাই লেকের পানি প্রাপ্যতা

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ব্যবহৃত হয়। কর্ণফুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এলাকায় মজুদ পানি স্থিতিশক্তিকে ব্যবহার করা হয়, যা ক্যাচমেন্ট এলাকার পানির গভীরতার উপর নির্ভরশীল এবং তা প্রতি বছর গড় বৃষ্টিপাতের সাথে পরিবর্তিত হয়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেচ মৌসুমে গ্যাসের চাহিদা ছিল গড়ে ১৪০০ এমএমসিএফডি, তন্মধ্যে ১০৭১ থেকে ১১৫৩ এমএমসিএফডি গ্যাস পাওয়া গেছে।

বর্তমানে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সেচ মৌসুমে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (আইপিপিএসহ) গ্যাস চাহিদা ১৪৫০ এমএমসিএফডি (প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর = ০.৮৫ বিবেচনায়) প্রয়োজন।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ইয়ার্ডে এবং বিউবো ইয়ার্ডে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বর্তমানে মোট ৩৭,২৯৪.৬০ মেট্রিক টন কয়লা মজুদ আছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতিদিন কয়লা প্রয়োজন ১৭৫০ মেট্রিক টন, সেই হিসাবে মজুদকৃত কয়লা দ্বারা (প্রায়) ২১ দিন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং এর দৈনিক কয়লার গড় উত্তোলন ক্ষমতা ২০০০ মেট্রিক টন। ফলে কয়লা ভিত্তিক তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র একসঙ্গে চালানো যাবে না।

২০২১ সালে পানির সম্ভাব্য উচ্চতা ৭৮-৯০ ফুট এমএসএল থাকলে সম্ভাব্য পানি বিদ্যুতের উৎপাদন ৫০-৮০ মেগাওয়াট পর্যন্ত হতে পারে।

দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি তেলের মজুদ থাকায় সেচ মৌসুমে জ্বালানি তেলজনিত ঘাটতির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হবে না। এ বিষয়ে বিপিসি, রেলওয়ে ও নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে সেচ সভায় আলোচনাকালে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে।

২০২০-২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তরল জ্বালানি ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

মাস	হাই স্পীড ডিজেল		ফার্নেস অয়েল	
	প্রকৃত ব্যবহার ২০২০ (মিঃ লিটার)	সম্ভাব্য ব্যবহার ২০২১ (মিঃ লিটার)	প্রকৃত ব্যবহার ২০২০ (মিঃ লিটার)	সম্ভাব্য ব্যবহার ২০২১ (মিঃ লিটার)
জানুয়ারি	০.১৫	০.১	৬৫	৬০
ফেব্রুয়ারি	০.২৫	০.১৫	১০১	৬৩
মার্চ	০.৩	৫	১৩৬	১৪৭
এপ্রিল	১.২	৭	৬৭	২৮০
মে	১.৬	৮	১৫৮	২৫১
জুন	৫.৩	৮	৩০০	২৪৫
মোট	৮.৮	২৮.২৫	৮২৭	১০৪৬

২০২০-২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দৈনিক গড় গ্যাস ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

মাস	প্রকৃত ব্যবহার ২০২০ (এমএমসিএফডি)	সম্ভাব্য চাহিদা ২০২১ (এমএমসিএফডি)
জানুয়ারি	১০৭১	১২০০
ফেব্রুয়ারি	১০৬৯	১৩৫০
মার্চ	১১৩৭	১৪৫০
এপ্রিল	১০৭৪	১৫০০
মে	১১১৬	১৫০০
জুন	১১৫৩	১৫০০

বর্তমান কয়লার মজুদ অবস্থা

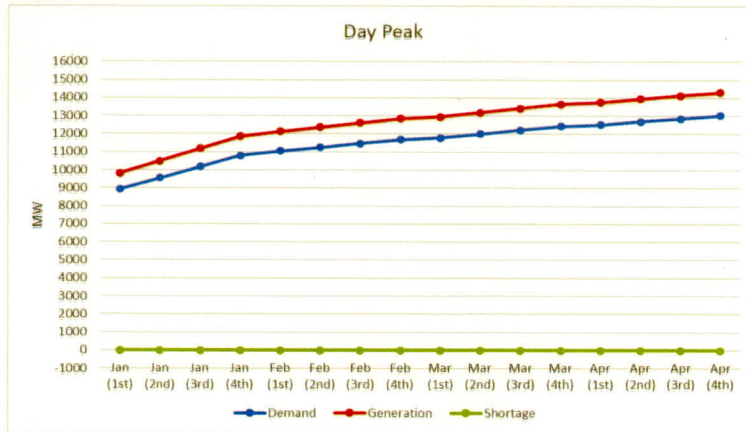
তারিখঃ ২৫-১১-২০২০ ইং

কয়লা খনি ইয়ার্ডে মজুদ কয়লার পরিমাণ (মেট্রিক টন)	বিপিডিবি ইয়ার্ডে মজুদ (মেট্রিক টন)	মোট মজুদ কয়লার পরিমাণ (মেট্রিক টন)	বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতিদিনের গড় পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মজুদকৃত কয়লা দ্বারা সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন (দিন)	মন্তব্য
১০০০	৩৬,২৯৪.৬০	৩৭,২৯৪.৬০	৩০০০	১২	কয়লার দৈনিক গড় উত্তোলন ক্ষমতা ২০০০ (মেট্রিক টন)

পানির সম্ভাব্য লেভেলের বিপরীতে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন

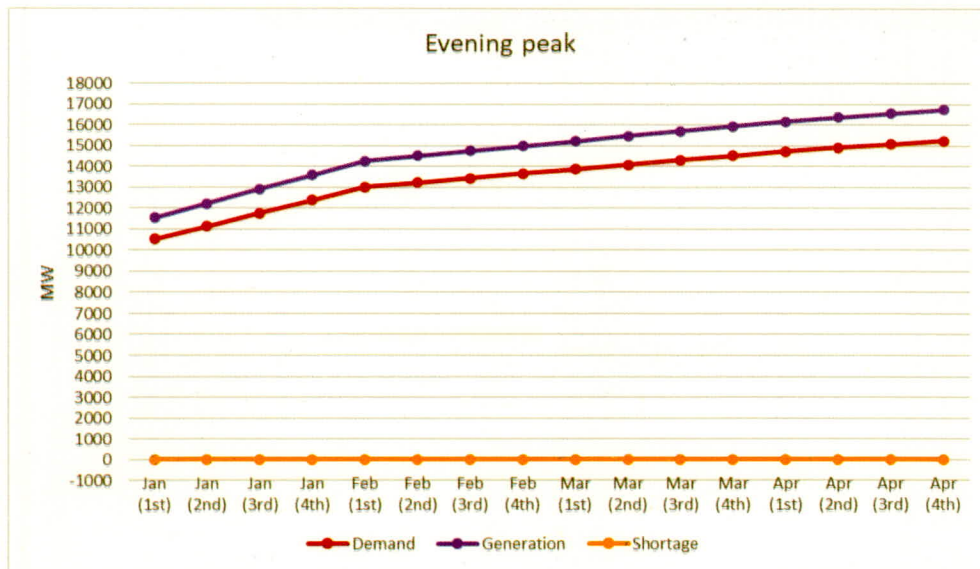
মাস	পানির সম্ভাব্য লেভেল ২০২১ (ফুট, এমএসএল)	সম্ভাব্য উৎপাদন (মেগাওয়াট)
জানুয়ারি	৯৮	৯০
ফেব্রুয়ারি	৯৬	৮৫
মার্চ	৯৪	১২০
এপ্রিল	৯০	১২০
মে	৮২	১১০
জুন	৮৬	১১০

Projected Demand & Generation during Irrigation 2021



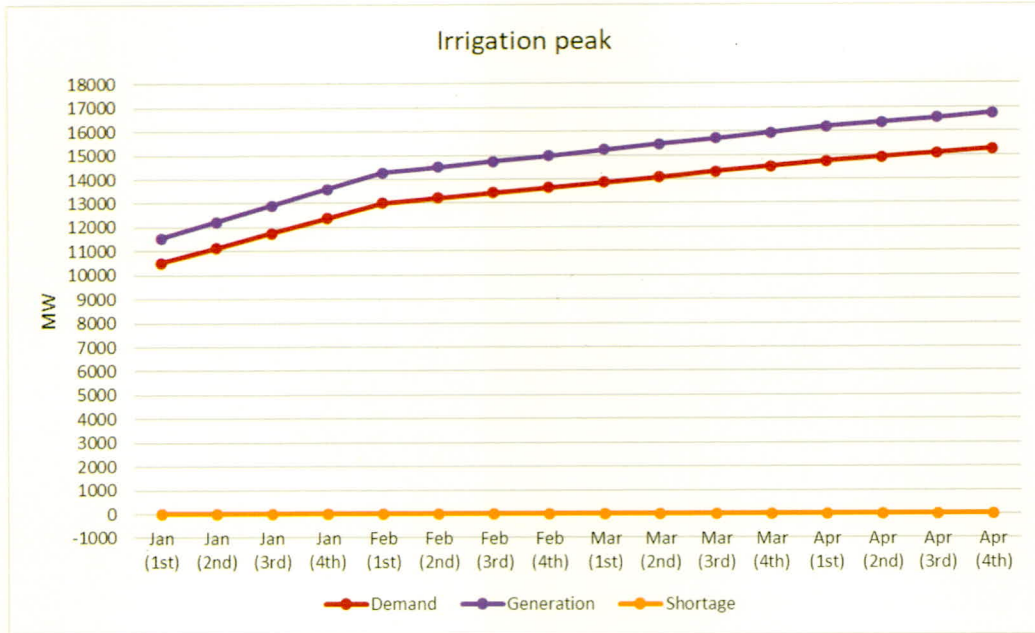
	Jan (1st)	Jan (2nd)	Jan (3rd)	Jan (4th)	Feb (1st)	Feb (2nd)	Feb (3rd)	Feb (4th)	Mar (1st)	Mar (2nd)	Mar (3rd)	Mar (4th)	Apr (1st)	Apr (2nd)	Apr (3rd)	Apr (4th)
Demand	8934	9556	10178	10800	11048	11264	11480	11696	11783.6	12001.6	12219.6	12437.6	12525	12695	12865	১৩০৩৫
Generation	9808	10491	11174	11857	12129	12366	12603	12840	12936	13175	13415	13654	13750	13936	14123	১৪৩১০
Shortage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projected Demand & Generation during Irrigation 2021



	Jan (1st)	Jan (2nd)	Jan (3rd)	Jan (4th)	Feb (1st)	Feb (2nd)	Feb (3rd)	Feb (4th)	Mar (1st)	Mar (2nd)	Mar (3rd)	Mar (4th)	Apr (1st)	Apr (2nd)	Apr (3rd)	Apr (4th)
Demand	10511	11133	11755	12377	12998	13214	13430	13646	13863	14081	14299	14517	14735	14905	15075	15245
Generation	11539	12222	12905	13588	14269	14507	14744	14981	15219	15458	15698	15937	16176	16363	16550	16736
Shortage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projected Demand & Generation during Irrigation 2021



	Jan (1st)	Jan (2nd)	Jan (3rd)	Jan (4th)	Feb (1st)	Feb (2nd)	Feb (3rd)	Feb (4th)	Mar (1st)	Mar (2nd)	Mar (3rd)	Mar (4th)	Apr (1st)	Apr (2nd)	Apr (3rd)	Apr (4th)
Demand	10511	11133	11755	12377	12998	13214	13430	13646	13863	14081	14299	14517	14735	14905	15075	15245
Generation	11539	12222	12905	13588	14269	14507	14744	14981	15219	15458	15698	15937	16176	16363	16550	16736
Shortage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



বরেন্দ্র এলাকায় পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমের চিত্র।

লোড বন্টন

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহের চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাস্তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। তবে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে লোড শেডিং এর সম্ভাবনা নেই।

উৎপাদিত বিদ্যুৎ যখন কম থাকে, তখন চাহিদার অনুপাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঠিকভাবে বন্টন করাই হচ্ছে যৌক্তিক ব্যবস্থা। তবে স্থাপনার গুরুত্ব অনুসারে কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

পিজিসিবির প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ১০৯ টি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৯ টি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে বিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, নেসকো ও ওজোপাড়িকো বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়ে থাকে। এসব ফিডারের আওতায় বিপুল সংখ্যক ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র বিদ্যমান।

বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন পরিস্থিতিতে ৯ (নয়) টি অঞ্চলের মধ্যে উপকেন্দ্রভিত্তিক লোড বন্টনের হিসেব যথাসময়ে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রস উৎপাদন থেকে স্টেশন/অক্সিলিয়ারি ব্যবহার ও সঞ্চালন লস (উভয় মিলে প্রায় ৯%) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট লোড (রিজার্ভ ২৫০ মেঃওঃসহ) চাহিদার অনুপাতে বন্টন করা হয়ে থাকে।

কোন অঞ্চলে আনুপাতিক প্রাপ্যতার বেশী লোড বন্টনের আবশ্যিকতা থাকলে কেন্দ্রীয় সেচ লোড ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ঐ পরিমাণ লোড অন্যান্য এক বা একাধিক অঞ্চলের বরাদ্দ থেকে কমাতে হবে। এবারও সেচ সময়ে (রাত ১১:০০ টা থেকে সকাল ০৭:০০ টা পর্যন্ত) সেচ লোড চাহিদা (সম্ভাব্য) অনুসারে লোড বরাদ্দ করা হবে।

সেচের জন্য বিদ্যুতের মান

সেচের জন্য উন্নত ভোল্টেজ, যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ সরবরাহ আবশ্যিক। লো-ভোল্টেজ থাকলে পাম্পের মোটর স্টার্ট হয় না। আবার চালু মোটরে লো-ভোল্টেজ বিদ্যমান থাকলে মোটর পুড়ে যায়।

অফ পিক সময়ে চাহিদা কমে গেলে কিছু কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করতে হয়, নতুবা ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গিয়ে গ্রীড সিস্টেমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ সময়ে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিক উৎপাদন খরচের তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ বন্ধ করা হয়। আবার লোড ম্যানেজমেন্টের স্বার্থে অফ-পিক সময়ে সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দেশের রাজশাহী ও রংপুরে সেচ পাম্পের আধিক্য থাকায় ঢালাওভাবে রাজশাহী ও রংপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লো-ভোল্টেজ দেখা দেয়। এই লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনে রাজশাহী, রংপুর, বাঘাবাড়ী, সৈয়দপুর, বড়পুকুরিয়া, ঠাকুরগাঁও বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেচকালীন সময়ে চালু রাখা প্রয়োজন হবে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপকেন্দ্র ও বিতরণ ফিডারে ইতোমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসানো হয়েছে। তাছাড়া কারিগরি দিক বিবেচনায় কিছু গ্রাহক প্রান্তে আবশ্যিকভাবে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নীতকরণ প্লান্ট বসানো হয়েছে এবং হচ্ছে। সেচ মৌসুম শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাংক সমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সেচ মৌসুমে লোড ম্যানেজমেন্ট

বিগত বৎসরে সেচ মৌসুমে সুষ্ঠু লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে সেচ পাম্পে নির্ভরযোগ্য ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ও আশানুরূপ ফলন সম্ভব হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায়, চলতি মৌসুমে অনুরূপ লোড ম্যানেজমেন্ট হাতে নেয়া যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতিতে লোড শেডিং হবে না বলে আশা করা যায়। লোড শেডিং হলেও তা সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর লোড ম্যানেজমেন্ট। সে লক্ষ্যে লোড ব্যবস্থাপনা নিম্নবর্ণিত দু'ভাবে করা হবে-

ক) ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট এর প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে গ্রাহক সচেতনতা বাড়ানো, যেন বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা আসে। বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় আলো, পাখা ও শীতাতপ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার জন্য গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ট্রান্সফরমার চুরি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তদারকি ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, কম ওয়াটে বেশী আলো সি.এফ.এল/এলইডি সম্পন্ন বাল্ব, জ্বালানী দক্ষতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও মোটর ব্যবহার প্রভৃতি ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

খ) লোড ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিগত সেচ মৌসুমে (২০২০) রাত ১১.০০ টা থেকে পরবর্তী দিন সকাল ৭.০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালানোর জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। আসন্ন সেচ মৌসুমেও একই সময়সীমায় সেচ পাম্প চালানোর জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড ব্যবস্থাপনা গঠিত কমিটি কাজ করবেন। দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং উপকেন্দ্রগুলির চাহিদার আনুপাতিক হারে লোড বন্টন ও লোড শেড ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা হলে সাক্ষ্যপিকে সেচ পাম্পের লোড সিস্টেমে কম থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে পিক সময়ে ২০% - ২৫% সেচ পাম্প চলতে দেখা যায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে সব সময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। তবে বেশীর ভাগ কৃষক অফ-পিকে পাম্প চালান এবং নির্ভরযোগ্য ও মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ পেয়ে উপকৃত হন। সেচ মৌসুমের বিভিন্ন দিনের লোড প্যাটার্ন পরীক্ষা করলে অফ পিকের সরবরাহকৃত চাহিদার পরিমাণ থেকে এই সময়ে সেচ পাম্প ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার অফ-পিকে সরবরাহ বন্ধ থাকলে সময় পুষিয়ে নিতে কিছু পাম্প দিনের বেলায়ও চালানো হয়। সুতরাং সাক্ষ্য এবং দিবা উভয় পিকে সেচ লোডের একটা অংশ বিদ্যমান থাকে।

বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা, বিশেষ করে সকল বিতরণ সংস্থার লোকবলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুতের সুবিধা যথা - মোটর না পোড়া, সেচ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা প্রভৃতি কৃষকদের অবগত করা হলে লোড ব্যবস্থাপনা সফল হবে।

বিভিন্ন শপিং সেন্টার, মার্কেট এবং দোকানপাট পুরো পিক সময়ে চালু থাকে। গত বৎসরে লোড ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সন্ধ্যা ৮:০০টার পর সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। যদি এ সময়ের পর একান্তই জরুরী প্রয়োজনে এসব প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হয়, তবে তারা নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দ্বারা তা করতে পারবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।

সড়ক বাতির ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আনা যেতে পারে, যেমন একটির পর একটি বাতি চালু রাখা এবং রাস্তার দু'ধারে বাতি থাকলে যে কোন এক দিকের বাতি জ্বালানো। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ বাসাবাড়ির ইয়ার্ড লাইটিং এর ব্যাপারে কৃচ্ছতা সাধনের একটি নীতিমালা তৈরী করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থার পাশাপাশি আরো কিছু ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে লোড শাস্রয় করে প্রয়োজনীয় স্থানে সরবরাহ করা যাবে যেমন -

১. গ্যাস বিহীন এলাকা চিহ্নিত করে হিটার ব্যবহার বন্ধ করা;
২. হুকিং বা অন্য যে কোন ভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করা;
৩. দীর্ঘ মেয়াদী খেলাপী গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা;
৪. বিল বোর্ড পিক আওয়ারে বন্ধ রাখা;
৫. দোকানে মাত্রাতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
৬. পেট্রোল পাম্প এবং সি.এন.জি রিফুয়েলিং স্টেশনে অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করা;
৭. পিক আওয়ারে এসি, পানির পাম্প এবং ইন্ট্রি না চালাতে গ্রাহকগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
৮. ইয়ার্ড লাইটিং যথাসম্ভব কম করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
৯. ইজিবাইক চার্জিং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাদি ঠিকমতো পালনের সুবিধার্থে লোড ব্যবস্থাপনা কমিটির মনিটরিং এর পাশাপাশি গ্রাহক সচেতনতা তৈরী করা যেতে পারে, যাতে তারা উপর্যুক্ত কাজগুলির বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা করেন এবং উক্ত বিষয়গুলির ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ/প্রশাসনকে অবহিত করেন।

বর্তমান প্রেক্ষিতে লোড ম্যানেজমেন্টের সব প্রচেষ্টার পরও বিদ্যুৎ সরবরাহে কিছু ঘাটতি হতে পারে। এই ঘাটতি রেশনিং এবং রোটেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। জনগণকে প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত করে সহযোগিতার আহবান করা হলে তারা অবশ্যই উদ্ধুদ্ধ হবেন। লোড শেডিং পরিকল্পিত, পূর্বাঙ্কে জানান দিয়ে, সহনীয় পর্যায়ে রেখে এবং সমভাবে প্রযোজ্য করা হলে সকলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সংস্থাসমূহের করণীয়

উৎপাদন ঘাটতি থাকার কারণে লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঘাটতি নিরসনপূর্বক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহকে অধিক গুরুত্ব প্রদানে করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপঃ

- নির্ধারিত সেচকালীন সময়ে পাম্প চালানো। এর ফলে সাক্ষ্য/দিবা পিক-আওয়ারে লোডশেড হ্রাস পাবে।
- এলাকা ভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহে রোটেশন পদ্ধতি চালু করণ।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাক্ষ্য ৮.০০ টায় বন্ধ করা। এতে প্রায় সারাদেশে বিশেষতঃ দিনের বেলায় বিদ্যুৎ চাহিদা হ্রাস পাবে।
- দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেচ পাম্প অফ-পিক সময়ে চালানোসহ বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের জন্য উদ্ধুদ্ধকরণ বিজ্ঞাপন প্রচার করা।
- প্রয়োজনে শহর এলাকায় দিনের বেলায় (অফ-পিক সময়ে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করা।
- লো ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনে স্থাপিত ক্যাপাসিটার ব্যাংক চালু রাখার ব্যবস্থা করা।
- জরুরী ভিত্তিতে নতুন ক্যাপাসিটার ব্যাংক স্থাপন করা।
- সেচ কার্যে বিদ্যুতের ব্যবহার সাশ্রয়ের জন্য সেচ সংক্রান্ত Dry and Wet পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচারণা জোরদার করতে হবে।
- ক্যাপাসিটার নিশ্চিত করতঃ পাম্পে সংযোগ প্রদান করা।
- সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সহ লোড শেডিং হ্রাসে স্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে লোড বন্টন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা।
- ইমার্জেন্সি ও ট্রলি বাহিত ট্রান্সফর্মারসহ অন্যান্য মালামালের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা।
- কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং টিম গঠন করা এবং উক্ত টিম দ্বারা মাঠ পর্যায়ে লোড বন্টন/সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ মনিটরিং কাজ তদারকি করা।
- উত্তরাঞ্চলে সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কয়লা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- সেচ মৌসুমে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের দ্বারা লোড ডেসপাচ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা।
- বিপিসি থেকে জ্বালানী তেল সরবরাহ এবং রেলওয়ে থেকে ওয়াগন প্রাপ্তি ও নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- রিজার্ভ ২৫০ মেগাওয়াট লোডকে সেচকালীন সময়ের বাইরে সেচ লোড ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক দরকার মোতাবেক বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্যান্য করণীয়

- সেচকালীন সময়ে লো ভোল্টেজ নিরসনে উত্তরাঞ্চলে দিবাভাগেও তরল জ্বালানি ভিত্তিক রংপুর সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া।
 - বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে গ্যাস, কয়লা ও তরল জ্বালানি সরবরাহ ও মজুদ নিশ্চিত করণ।
 - বিতরণ লাইন/উপকেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সেচ মৌসুম শুরু পূর্বে সম্পন্নকরণ।
 - গ্রীড উপকেন্দ্র/সঞ্চালন লাইনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সেচ মৌসুম শুরু পূর্বে সম্পন্নকরণ।
 - সেচ মৌসুমে জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার/লাইনের মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ করে মজুদ নিশ্চিত করণ।
 - সিরাজগঞ্জ, কাটাখালি ও সান্তাহার এর নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ উৎপাদনে থাকলে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- এছাড়া নিম্নবর্ণিত কিছু চ্যালেঞ্জ থেকে যাবে, যা সেচ লোড ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যাবে বলে আশা করা যায়।
১. সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ অন্য খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
 ২. সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এর সশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা (সর্বনিম্ন পরিমাণ পানি উত্তোলন)। BADC/কৃষি বিভাগ এই বিষয়টি সমন্বয় করতে পারে।
 ৩. সেচ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সাহায্যের জন্য জনগণকে সচেতন করা।
 ৪. দূরবর্তী অঞ্চলে ট্রান্সফর্মার চুরি রোধ।
 ৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং জন প্রতিনিধিদের সাথে ভালো সমন্বয় রাখা।

বিদ্যুতের সশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ডিমাল্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট কার্যকর থাকা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেরামত কাজ, সঞ্চালন/বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র যথাযথভাবে পরিচালন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় একযোগে কাজ করতে হবে। বিতরণ ব্যবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে তা পূর্ব থেকে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।



পিডিবির সেচ কার্যক্রমের খন্ড চিত্র

সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ, দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন।
প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন। -বঙ্গবন্ধু

গ্রীড ভিত্তিক লোড রেশিও নির্ধারণ

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
পাওয়ার সেল
(বিদ্যুৎ ভবন ১০ তলা)

১, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.powercell.gov.bd, www.mper.gov.bd

স্মারক নং-২৭.৭১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৬.১৬-১১৩৯

তারিখঃ ১৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ লোড শেয়ারিং প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ গত ০৮-০৮-২০১৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিদ্যুতের উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং-৫।

বর্ণিত বিষয়ে গত ০৮-০৮-২০১৭ইং তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত (সংযুক্তি-১)। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র দেশের ০৯টি জোনের বিদ্যুৎ সরবরাহ তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য গত ০৮-০৬-২০১৭ইং তারিখ হতে ০৭-০৮-২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর তথ্য সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি-২)। সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সারা দেশে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে এই চিত্র প্রকট। মন্ত্রণালয়ের লোড মেজারমেন্ট কমিটি কর্তৃক লোড বন্টনের যে অনুপাত ঠিক করে দেওয়া হয় তা মাঠ পর্যায়ে মানা হচ্ছে না। ফলে ঐ সকল এলাকার পবিসে লোডশেডিং বেশী হয়েছে। এ বিষয়ে পিজিসিবি থেকেও বর্ণিত সময়ের গ্রীড প্রান্তের লোড শেয়ারিং ডাটা সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি-৩)। এতে দেখা যায়, মাঠ পর্যায়ে লোড বন্টনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিয়ম আছে। বিষয়টি নিয়ে বিউবো, পবিবো ও পিজিসিবির বিভিন্ন স্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে জানা যায়, স্থানীয়/জোনাল পর্যায়ে লোড বরাদ্দ কমিটির প্রধান বিউবোর প্রধান প্রকৌশলী। ফলে লোড বরাদ্দের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে থাকে। তবে লক্ষণীয় যে, গ্রীড লেভেল অনিয়ম/বৈষম্য হয়ে থাকলেও পিজিসিবির কোন মনিটরিং নেই। পিজিসিবির শিখিল নিয়ন্ত্রণের কারণেও গ্রীড পর্যায়ে অনুপাত অনুযায়ী লোড বন্টনে বৈষম্য হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ০৮/০৬/২০১৭ইং তারিখ হতে ০৭/০৮/২০১৭ইং পর্যন্ত রাজশাহী জোনের রাজশাহী গ্রীডের লোড শেয়ারিং তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায়, দিবা ও সান্দ্যকালীন সময়ে আরইবির প্রাপ্যতা ৫৩% ও ৪১%। অপরদিকে দিবা ও সান্দ্যকালীন সময়ে নেসকো'র প্রাপ্যতা ৪৭% ও ৫৯%। কিন্তু ঐ সময়ে (০৮/০৬/২০১৭ ও ০৭/০৮/২০১৭ইং) দিনে ও রাতে আরইবি পেয়েছে গড়ে মাত্র ৩০%। এ বিষয়ে এনএলডিসি'র মাধ্যমে রাজশাহী গ্রীডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এমরান এর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৭/০৬/২০১৭ইং তারিখে জারীকৃত লোড বন্টনের আদেশ তার জানা নাই অর্থাৎ তিনি এই আদেশের কপি পান নাই। তিনি নেসকো রাজশাহী জোনের প্রধান প্রকৌশলীর ০৬/০১/২০১৭ ইং তারিখে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী লোড বন্টন করে আসছেন (সংযুক্তি-৪)। এ বিষয়ে এনএলডিসির প্রধান প্রকৌশলীর জবাব পরিষ্কার নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লোড বন্টনের রেশিও মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় প্রাপ্যতার চেয়ে কম লোড বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিতরণ এলাকাসমূহে লোড বন্টন ও বিদ্যুৎ সরবরাহে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ১) বিভিন্ন বিতরণ সংস্থার জন্য নির্ধারণকৃত বিদ্যুৎ প্রাপ্তি অনুপাত অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- ২) গ্রীড পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে রেশিও অনুযায়ী লোড সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা এনএলডিসি কর্তৃক সে বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে;
- ৩) রেশিও অনুযায়ী গ্রীড পর্যায়ে লোড বন্টনে অনিয়মের জন দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- ৪) পিজিসিবির সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড সাব-স্টেশন সমূহের প্রয়োজনীয় আপগ্রেডেশন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;
- ৫) বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে রেশিও অনুযায়ী লোডের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত ও সার্বিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে;
- ৬) সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পুরাতন ট্রান্সফরমারসমূহ ও ভারলোড মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ৭) যৌক্তিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত অনুশাসন মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত/-

(মোহাম্মদ হোসাইন)

মহাপরিচালক

ফোনঃ ৯৫৫৬০৪০

E-mail: dg@powercell.gov.bd



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
পাওয়ার সেল
(বিদ্যুৎ ভবন ১০ তলা)

১, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

www.powercell.gov.bd, www.mper.gov.bd

স্মারক নং-২৭.৭১.০০০০.০০৪.০৬.০১৬.১৭-১০০৪

তারিখঃ ১২ আশ্বিন ১৪২৫ বাংলা
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ লোড বরাদ্দের রেশিও পুনর্নির্ধারন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আগষ্ট ২০১৮ইং মাসে দেশব্যাপী সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ৩৩ কেভি উপকেন্দ্র লেভেলে পরিমাপকৃত লোডের ভিত্তিতে জোন ভিত্তিক রেশিও এবং সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক লোড রেশিও এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উল্লেখ্য বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির ৩২০ মেঃ ওঃ সংরক্ষিত লোড পূর্বের ন্যায় অপরিবর্তীত থাকবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-

(মোহাম্মদ হোসাইন)

মহাপরিচালক

ফোনঃ ৯৫৫৬০৪০

E-mail: dg@powercell.gov.bd



মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সেচ মৌসুম ২০২০-২১ এর প্রস্তুতিমূলক সভার খণ্ডচিত্র।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক সর্বোচ্চ লোডের বিবরণ

ক্রঃ নং	জোনের নাম	দিবা পিক (মেঃওঃ)						সন্ধ্যা পিক (মেঃওঃ)						মন্তব্য		
		বিউবো	বাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাড়িকো	নেসকো	মোট	বিউবো	বাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাড়িকো		নেসকো	মোট
১	ঢাকা	-	১৭৮০	১০৮৩	৮৪৯	-	-	৩৭১২	-	১৮৭৭	১০১৭	৮৮৩	-	-	৩৭৭৭	
২	ময়মনসিংহ	৩৯৬	৪৮৫	-	-	-	-	৮৮১	৪৩৯	৬০৬	-	-	-	-	১০৪৫	
৩	কুমিল্লা	৩৩২	৭০৫	-	-	-	-	১০৩৭	৩৫৫	৯৬০	-	-	-	-	১৩১৫	
৪	সিলেট	২০৭	২৫৩	-	-	-	-	৪৬০	২২৮	৪০৬	-	-	-	-	৬৩৪	
৫	চট্টগ্রাম	১২৭৫	২২৫	-	-	-	-	১৫০০	১২১০	৩৪১	-	-	-	-	১৫৫১	
৬	রাজশাহী	-	১২০৭	-	-	-	৪৬৩	১৬৭০	-	১৪৩০	-	-	-	৪৪৬	১৮৭৬	
৭	রংপুর	-	৭৩৪	-	-	-	২৭৩	১০০৭	-	৮৩০	-	-	-	২৭৫	১১০৫	
৮	খুলনা	-	১১২৯	-	-	৪০৮	-	১৫৩৭	-	১৪২৬	-	-	৫৪৪	-	১৯৭০	
৯	বরিশাল	-	২০৭	-	-	৯৯	-	৩০৬	-	২৫২	-	-	৯৪	-	৩৪৬	
মোট		২২১০	৬৭২৫	১০৮৩	৮৪৯	৫০৭	৭৩৬	১২১১০	২২৩২	৮১২৮	১০১৭	৮৮৩	৬৩৮	৭২১	১৩৬১৯	
শতকরা (%)		১৮.২৫	৫৫.৫৩	৮.৯৪	৭.০১	৪.১৯	৬.০৮	১০০	১৬.৩৯	৫৯.৬৮	৭.৪৭	৬.৪৮	৪.৬৮	৫.২৯	১০০	

(১) জোন ভিত্তিক লোড বরাদ্দের রেশিও (দিবা ও সন্ধ্যাকালীন পিক)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	দিবা পিক	সন্ধ্যা পিক
১	ঢাকা	০.৪	০.৩৬
২	ময়মনসিংহ	০.০৬৬	০.০৭২
৩	কুমিল্লা	০.০৮৬৭	০.১
৪	সিলেট	০.০৩৪	০.০৪২
৫	চট্টগ্রাম	০.১২	০.১০৫
৬	রাজশাহী	০.১০৪	০.১১৪
৭	রংপুর	০.০৫৮	০.০৫৮
৮	খুলনা	০.১১১৮	০.১২৬
৯	বরিশাল	০.০১৭	০.০২
		১	১

(২) সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক লোড বরাদ্দের রেশিও (দিবা ও সন্ধ্যাকালীন পিক)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	দিবা পিক						সন্ধ্যা পিক					
		বিউবো	বাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাডিকো	নেসকো	বিউবো	বাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাডিকো	নেসকো
১	ঢাকা	-	৪০%	৩৫%	১৫%	-	-	-	৪৩%	৩২%	২৫%	-	-
২	ময়মনসিংহ	৪৫%	৫৫%	-	-	-	-	৪২%	৫৮%	-	-	-	-
৩	কুমিল্লা	৩২%	৬৮%	-	-	-	-	২৭%	৭৩%	-	-	-	-
৪	সিলেট	৪৫%	৫৫%	-	-	-	-	৩৬%	৬৪%	-	-	-	-
৫	চট্টগ্রাম	৮৫%	১৫%	-	-	-	-	৭৮%	২২%	-	-	-	-
৬	রাজশাহী	-	৬১%	-	-	-	৩৯%	-	৭০%	-	-	-	৩০%
৭	রংপুর	-	৫৯%	-	-	-	৪১%	-	৬৪%	-	-	-	৩৬%
৮	খুলনা	-	৬৮%	-	-	৪২%	-	-	৬৭%	-	-	৩৩%	-
৯	বরিশাল	-	৫১%	-	-	৪৯%	-	-	৬৫%	-	-	৩৫%	-

[illegible]

କଟକରୁ ଲେଖିଥିବା ଲେଖା ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଫୁଲର ଲେଖା

এদেশে কেউ গরীব, গৃহহীন থাকবে না।
-শেখ হাসিনা

উৎপাদন পূর্বাভাস সংরক্ষণ সিডিউল

মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে
শতভাগ বিদ্যুতায়ন

Maintenance Plan from Jan 2021 to May 2021

Sl. No.	Name of Power Plant	Ownership/ Type	Fuel	Present Capacity (MW)	Derated Capacity (MW)																					Remarks
						Jan, 2021				Feb, 2021				Mar, 2021				Apr, 2021				May, 2021				
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
(f)	GAS																									
(A)	Gas (Public Sector)																									
(A1)	Gas (PDB)																									
1	Ghorasal ST:Unit -1	(PDB)	Gas	55	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Old Unit & Gas Limitation
	Ghorasal ST:Unit -2	(PDB)	Gas	55	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Old Unit & Gas Limitation
	Ghorasal ST:Unit -3	(PDB)	Gas	210	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	Gas Limitation
	Ghorasal ST:Unit -4	(PDB)	Gas	210	180				180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	Gas Limitation
	Ghorasal ST:Unit -5	(PDB)	Gas	210	190	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Gas Limitation
2	Ghorasal CCPP Unit -7 GT	(PDB)	Gas	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	
	Ghorasal CCPP Unit -7 ST	(PDB)	Gas	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
3	Tongi GT	(PDB)	Gas	105	105													0	0	0	0	0	0	0	0	Gas Limitation
4	Horipur GT: Unit-1	(PDB)	Gas	32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gas Limitation
5	Shiddirganj ST	(PDB)	Gas	210	115																					Overhauling but work hampered due to COVID-19
6	Chittagong ST:Unit -1	(PDB)	Gas	210	180	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gas Limitation
	Chittagong ST:Unit -2	(PDB)	Gas	210	180																					Turbine Blade Change(Due to COVID it will be delayed)
7	Shikalbaha Peaking GT	(PDB)	Gas	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
8	Shikalbaha 225MW CCPP GT	(PDB)	Gas	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Shikalbaha 225MW CCPP ST			75	75	75	75	150	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
9	Chandpur CCPP GT	(PDB)	Gas	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
	Chandpur CCPP ST	(PDB)	Gas	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
10	Fenchuganj CCPP-1 GT -1	(PDB)	Gas	32	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Fenchuganj CCPP-1 GT -2	(PDB)	Gas	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	Fenchuganj CCPP-1 ST - 1	(PDB)	Gas	33	17				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	Fenchuganj CCPP-2 GT - 3	(PDB)	Gas	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Fenchuganj CCPP-2 GT - 4	(PDB)	Gas	34	30				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Fenchuganj CCPP-2 ST - 2	(PDB)	Gas	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
12	Shajibazar GT:Unit - 8	(PDB)	Gas	35	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
	Shajibazar GT:Unit - 9	(PDB)	Gas	35	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
13	Sylhet 225 MW	(PDB)	Gas	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	
14	Sylhet GT	(PDB)	Gas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
15	Bhola CCPP GT-1	(PDB)	Gas	63	63								63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
	Bhola CCPP GT-2	(PDB)	Gas	63	63								63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
	Bhola CCPP ST	(PDB)		68	68								34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
16	Baghabari GT: Unit-1	(PDB)	Gas	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gas Limitation
	Baghabari GT: Unit-2	(PDB)	Gas	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gas Limitation
17	Shajibazar 330mw CCPP (GT)	(PDB)	Gas	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	Shajibazar 330mw CCPP (GT)	(PDB)	Gas	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	Shajibazar 330mw CCPP (ST)	(PDB)		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	55	110	110	110	110	55	110	110	110	110	110	110	
18	Bibiyan III 400MW GT	(PDB)	Gas	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	
	Bibiyan III 400MW ST	(PDB)	Gas	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
	Sub-Total : Gas (PDB)		Gas	4027	3700	2388	2388	2493	2608	2708	2708	2708	2868	2813	2868	2868	2868	2868	2813	2868	2868	2868	2868	2868	2868	

সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন।
প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন। -বঙ্গবন্ধু

ব্যবসা করতে আসিনি, দেশ গড়তে এসেছি। -শেখ হাসিনা

আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তাদেরকে খুব বেশী ভালোবাসি। -বঙ্গবন্ধু

Overhauling (OH)

Special Maintenance (SP)

Legend : Running Maintenance (RM)

Rehabilitation/ Renovation

Hot Gas Path Inspection (HGPI)

Combustion Inspection/MI

1888

আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। -শেখ হাসিনা

মুক্তি সংগ্রামের চেয়েও দেশ গড়ার সংগ্রাম কঠিন;
তাই দেশ গড়ার কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।
-বঙ্গবন্ধু

উৎপাদন অনুসারে অঞ্চল ভিত্তিক
লোড বন্টন চার্ট (দিবা, সান্ধ্য ও সেচ)

মুজিববর্ষ
বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ।

চাহিদা ও বন্টন পরিমাণ (মেগাওয়াট)

সেচ মৌসুম ২০২১

নোট : দিবা পিকের রিজার্ভ (২৫০ মেগাওয়াট) সেচ পাম্প লোডের অনুপাতে বন্টন করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অঞ্চল ও গ্রীড উপকেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা স্ব-স্ব সংস্থার পরিমাপকৃত চাহিদা অনুযায়ী লোড বিভাজন করা (সাপ্লাই পিক)।

সেচ মৌসুম ২০২১

চাহিদা ও বক্টন পরিমাণ (মেগাওয়াট)

উৎপাদন- মেগাওয়াট	উপকেন্দ্র প্রাপ্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা (মেগাওয়াট)																রিজার্ভের বক্টন
	চাহিদা																
	সর্বোচ্চ	চাহিদা		টাকা/চিগ্রাম বিভাজন %	রিজার্ভের বক্টন												
		%			%												
এক্সিলিয়ারি ব্যবহার + সম্বলন লস + স্পিনিং রিজার্ভ	৩০৬৬	১২২৬	১০০														২০২
উপকেন্দ্র প্রাপ্তে লভ্য ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৩০৬৬	১২২৬	১০০														২০২
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতা	৩০৬৬	১২২৬	১০০														২০২
বক্টনের জন্য প্রাপ্ত ক্ষমতা	৩০৬৬	১২২৬	১০০														২০২
টাকা-১ (ডিপার্ডিস)	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
টাকা-১ (ডেসকো)	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
টাকা-১ (আরইবি)	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
সর্বমোট টাকা	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
ময়মনসিংহ	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
সিলেট	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
কুমিল্লা	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
খুলনা	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
বরিশাল	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
রাজশাহী	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
রংপুর	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
মোট	১২২৬	১২২৬	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

নোট : দিবা পিকের রিজার্ভ (২৫০ মেগাওয়াট) সেচ পাক্ষ সোডের অনুপাতে বক্টন করা যেতে পারে।

চাহিদা ও বণ্টন পরিমাণ (মেগাওয়াট)

নোট : দিবা পিকের রিজার্ভ (২৫০ মেগাওয়াট) সোচ পাশ্চ লোডের অনুপাতে বন্টন করা যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরো
আগে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতো।
-শেখ হাসিনা

উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক
লোড বন্টন চার্ট (দিবা পিক)

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

সেচ মৌসুম ২০২১

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরো আগে
একটি উন্নত দেশে পরিণত হতো। -শেখ হাসিনা

[illegible]

[illegible]

অঞ্চল : চট্টগ্রাম

[illegible]

শেখ হাসিনার উদ্যোগ- ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন;
তখনই শুধু এই লাখো শহিদদের আত্মা তৃপ্তি পাবে। -বঙ্গবন্ধু

উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক
লোড বণ্টন চার্ট (সান্ধ্য পিক)

মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে
শতভাগ বিদ্যুতায়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অঞ্চল ও গ্রীড উপকেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা (সাক্ষ্য পিক)।
সেচ মৌসুম ২০২১

উৎপাদন- মেগাওয়াট			১১৫৩৯	১২২২২	১২৯০৫	১৩৫৮৮	১৪২৬৯	১৪৫০৭	১৪৭৪৪	১৪৯৮১	১৫২১৯	১৫৪৫৮	১৫৬৯৮	১৫৯৩৭	১৬১৭৬	১৬৩৬৩	১৬৫৫০	১৬৭৩৬
এক্সিলিয়ারি ব্যবহার + সঞ্চালন লস+ স্পিনিং রিজার্ভ			১১৫৪	১২২২	১২৯১	১৩৫৯	১৪২৭	১৪৫১	১৪৭৪	১৪৯৮	১৫২২	১৫৪৬	১৫৭০	১৫৯৪	১৬১৮	১৬৩৬	১৬৫৫	১৬৭৪
উপকেন্দ্র প্রান্তে লভ্য ক্ষমতা (মেগাওয়াট)			১০৩৮৫	১১০০০	১১৬১৫	১২২২৯	১২৮৪২	১৩০৫৬	১৩২৭০	১৩৪৮৩	১৩৬৯৭	১৩৯১২	১৪১২৮	১৪৩৪৩	১৪৫৫৮	১৪৭৭৭	১৪৯৯৫	১৫০৬২
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতা			২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
বন্টনের জন্য প্রাপ্ত ক্ষমতা			১০১৩৫	১০৭৫০	১১৩৬৫	১১৯৭৯	১২৫৯২	১২৮০৬	১৩০২০	১৩২৩৩	১৩৪৪৭	১৩৬৬২	১৩৮৭৮	১৪০৯৩	১৪৩০৮	১৪৪৭৭	১৪৬৪৫	১৪৮১২
পরিমাপকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা			উপকেন্দ্র প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা (মেগাওয়াট) অঞ্চল ঢাকা-১(ডিপিডিসি)															
উপকেন্দ্রের নাম	উপকেন্দ্রের সর্বোচ্চ চাহিদা (মে:৬:)	উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা %																
সিদ্ধিরগঞ্জ	১৩০	১২.৭৮	৯৪	৯৪	৮৪	৯১	৯১	৯৩	৯৫	৯৫	৯৮	৯৮	১১০	১১১	১১০	১১০	১১০	১১০
মাতুয়াইল	৭৮	৭.৬৭	৫৬	৫৬	৫১	৫৫	৫৫	৫৬	৫৭	৫৭	৫৯	৫৯	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬
শীতলক্ষ্যা	১১৩	১১.১১	৮১	৮২	৭৩	৭৯	৭৯	৮০	৮২	৮২	৮৫	৮৫	৯৫	৯৬	৯৫	৯৫	৯৬	৯৬
শ্যামপুর	১৬৮	১৬.৫২	১২১	১২১	১০৯	১১৭	১১৮	১২০	১২২	১২২	১২৬	১২৬	১৪২	১৪৩	১৪২	১৪২	১৪২	১৪২
কামরাংগীরচর	৯১	৮.৯৫	৬৫	৬৬	৫৯	৬৪	৬৪	৬৫	৬৬	৬৬	৬৮	৬৮	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭
মগবাজার	৯৪	৯.২৪	৬৮	৬৮	৬১	৬৬	৬৬	৬৭	৬৮	৬৮	৭১	৭১	৭৯	৮০	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯
নারিন্দা	৯২	৯.০৫	৬৬	৬৬	৬০	৬৪	৬৪	৬৫	৬৭	৬৭	৬৯	৬৯	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮
বঙ্গভবন	২৬	২.৫৬	১৯	১৯	১৭	১৮	১৮	১৯	১৯	১৯	২০	২০	২২	২২	২২	২২	২২	২২
মানিকগঞ্জ	৯২	৯.০৫	৬৬	৬৬	৬০	৬৪	৬৪	৬৫	৬৭	৬৭	৬৯	৬৯	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮
আগারগাঁও	৪৪	৪.৩৩	৩২	৩২	২৯	৩১	৩১	৩১	৩২	৩২	৩৩	৩৩	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
সাতমসজিদ	৮৯	৮.৭৫	৬৪	৬৪	৫৮	৬২	৬২	৬৩	৬৫	৬৫	৬৭	৬৭	৭৫	৭৬	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫
মোট	১০১৭	১০০	৭৩২	৭৩৫	৬৬১	৭১১	৭১২	৭২৪	৭৪০	৭৪০	৭৬৩	৭৬৩	৮৫৯	৮৬৬	৮৫৮	৮৫৮	৮৬০	৮৬০

বিদ্যুৎ দিব ঘরে ঘরে- থাকবে না কেউ অন্ধকারে

[illegible]

ଅଧ୍ୟାୟ : ଚତୁର୍ଥାଂଶ

১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	৩৪	৩৪	২৪	২৪	২৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩	৩৪	৩৩	৩৩
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

অঞ্চল : রাজশাহী

আমার কাছে ক্ষমতা মানেই হচ্ছে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।
-শেখ হাসিনা

উৎপাদন অনুসারে গ্রীড উপকেন্দ্র ভিত্তিক
লোড বন্টন চার্ট (সেচ পিক)

মুজিববর্ষ
বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ।

**বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অঞ্চল ও গ্রীড উপকেন্দ্রভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা
স্ব-স্ব সংস্থার পরিমাপকৃত চাহিদা অনুযায়ী লোড বিভাজন করা (সেচ পিক)।
সেচ মৌসুম ২০২১**

উৎপাদন- মেগাওয়াট			১১৫৩৯	১২২২২	১২৯০৫	১৩৫৮৮	১৪২৬৯	১৪৫০৭	১৪৭৪৪	১৪৯৮১	১৫২১৯	১৫৪৫৮	১৫৬৯৮	১৫৯৩৭	১৬১৭৬	১৬৩৬৩	১৬৫৫০	১৬৭৩৬
এক্সিলিয়ারি ব্যবহার + সম্মানন লস+ স্পিনিং রিজার্ভ			১১৫৪	১২২২	১২৯১	১৩৫৯	১৪২৭	১৪৫১	১৪৭৪	১৪৯৮	১৫২২	১৫৪৬	১৫৭০	১৫৯৪	১৬১৮	১৬৩৬	১৬৫৫	১৬৭৪
উপকেন্দ্র প্রান্তে লভ্য ক্ষমতা (মেগাওয়াট)			১০৩৮৫	১১০০০	১১৬১৫	১২২২৯	১২৮৪২	১৩০৫৬	১৩২৭০	১৩৪৮৩	১৩৬৯৭	১৩৯১২	১৪১২৮	১৪৩৪৩	১৪৫৫৮	১৪৭৭৭	১৪৯৯৫	১৫০৬২
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতা			২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
বন্টনের জন্য প্রাপ্ত ক্ষমতা			১০১৩৫	১০৭৫০	১১৩৬৫	১১৯৭৯	১২৫৯২	১২৮০৬	১৩০২০	১৩২৩৩	১৩৪৪৭	১৩৬৬২	১৩৮৭৮	১৪০৯৩	১৪৩০৮	১৪৪৭৭	১৪৬৪৫	১৪৮১২
পরিমাপকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা			রিজার্ভ + ১০০ মে:৬:															
উপকেন্দ্রের নাম			উপকেন্দ্রের সর্বোচ্চ চাহিদা (%)	উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা (%)	উপকেন্দ্র প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্যতা (মেগাওয়াট)													
					অঞ্চল ঢাকা-১(ডিপিডিসি)													
সিঙ্গিরগঞ্জ	১২২	১২.৭২	৯৩	৯৪	৮৪	৯০	৯১	৯২	৯৪	৯৪	৯৭	৯৭	১০৯	১১০	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯
মাতুয়াইল	৮৮	৯.১৮	৬৭	৬৭	৬১	৬৫	৬৫	৬৬	৬৮	৬৮	৭০	৭০	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯
শীতলক্ষ্যা	১০০	১০.৪৩	৭৬	৭৭	৬৯	৭৪	৭৪	৭৫	৭৭	৭৭	৮০	৮০	৯০	৯০	৮৯	৮৯	৯০	৯০
শ্যামপুর	২০০	২০.৮৬	১৫৩	১৫৩	১৩৮	১৪৮	১৪৮	১৫১	১৫৪	১৫৪	১৫৯	১৫৯	১৭৯	১৮১	১৭৯	১৭৯	১৭৯	১৭৯
কামরাংগীরচর	৭৪	৭.৭২	৫৬	৫৭	৫১	৫৫	৫৫	৫৬	৫৭	৫৭	৫৯	৫৯	৬৬	৬৭	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬
মগবাজার	৭৫	৭.৮২	৫৭	৫৭	৫২	৫৬	৫৬	৫৭	৫৮	৫৮	৬০	৬০	৬৭	৬৮	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭
নারিন্দা	৮০	৮.৩৪	৬১	৬১	৫৫	৫৯	৫৯	৬০	৬২	৬২	৬৪	৬৪	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২
বঙ্গভবন	১৪	১.৪৬	১১	১১	১০	১০	১০	১১	১১	১১	১১	১১	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
মানিকগন	৮০	৮.৩৪	৬১	৬১	৫৫	৫৯	৫৯	৬০	৬২	৬২	৬৪	৬৪	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২
আগারগাঁও	৪১	৪.২৮	৩১	৩১	২৮	৩০	৩০	৩১	৩২	৩২	৩৩	৩৩	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
সাতমসজিদ	৮৫	৮.৮৬	৬৫	৬৫	৫৯	৬৩	৬৩	৬৪	৬৬	৬৬	৬৮	৬৮	৭৬	৭৭	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
মোট	৯৫৯	১০০	৭৩২	৭৩৫	৬৬১	৭১১	৭১২	৭২৪	৭৪০	৭৪০	৭৬৩	৭৬৩	৮৫৯	৮৬৬	৮৫৮	৮৫৮	৮৬০	৮৬০
অঞ্চল ঢাকা-২ (ডেসকো)																		
কল্যাণপুর	৮২	১২.৮৩	৩৩	৩৩	৩০	৩২	৩২	৩২	৩৩	৩৩	৩৪	৩৪	৩৮	৩৯	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
উত্তরা	৬০	৯.৩৯	২৪	২৪	২২	২৩	২৩	২৪	২৪	২৪	২৫	২৫	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
উত্তরা নিউ	২৯	৪.৫৪	১২	১২	১০	১১	১১	১১	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
নিউ টঙ্গি	৮১	১২.৬৮	৩২	৩২	২৯	৩১	৩১	৩২	৩৩	৩৩	৩৪	৩৪	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
বসুন্ধরা	১১২	১৭.৫৩	৪৫	৪৫	৪০	৪৩	৪৩	৪৪	৪৫	৪৫	৪৭	৪৭	৫২	৫৩	৫২	৫২	৫২	৫২
টঙ্গি	১১৫	১৮.০০	৪৬	৪৬	৪১	৪৪	৪৫	৪৫	৪৬	৪৬	৪৮	৪৮	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
গুলশান	৮০	১২.৫২	৩২	৩২	২৯	৩১	৩১	৩২	৩২	৩২	৩৩	৩৩	৩৭	৩৮	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
মিরপুর	৮০	১২.৫২	৩২	৩২	২৯	৩১	৩১	৩২	৩২	৩২	৩৩	৩৩	৩৭	৩৮	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
মোট	৬৩৯	১০০	২৫৫	২৫৬	২৩০	২৪৭	২৪৮	২৫২	২৫৭	২৫৭	২৬৬	২৬৬	২৯৯	৩০১	২৯৯	২৯৯	২৯৯	২৯৯

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি- সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি

[illegible]

৬২৪	৬২৪	২২৪	৩২৪	৪২৪	৫২৪	৬২৪	৭২৪	৮২৪	৯২৪	১০২৪	১১২৪	১২২৪	১৩২৪	১৪২৪	১৫২৪	১৬২৪	১৭২৪	১৮২৪	১৯২৪	২০২৪	২১২৪	২২২৪	২৩২৪	২৪২৪	২৫২৪	২৬২৪	২৭২৪	২৮২৪	২৯২৪	৩০২৪	৩১২৪	৩২২৪	৩৩২৪	৩৪২৪	৩৫২৪	৩৬২৪	৩৭২৪	৩৮২৪	৩৯২৪	৪০২৪	৪১২৪	৪২২৪	৪৩২৪	৪৪২৪	৪৫২৪	৪৬২৪	৪৭২৪	৪৮২৪	৪৯২৪	৫০২৪	৫১২৪	৫২২৪	৫৩২৪	৫৪২৪	৫৫২৪	৫৬২৪	৫৭২৪	৫৮২৪	৫৯২৪	৬০২৪	৬১২৪	৬২২৪	৬৩২৪	৬৪২৪	৬৫২৪	৬৬২৪	৬৭২৪	৬৮২৪	৬৯২৪	৭০২৪	৭১২৪	৭২২৪	৭৩২৪	৭৪২৪	৭৫২৪	৭৬২৪	৭৭২৪	৭৮২৪	৭৯২৪	৮০২৪	৮১২৪	৮২২৪	৮৩২৪	৮৪২৪	৮৫২৪	৮৬২৪	৮৭২৪	৮৮২৪	৮৯২৪	৯০২৪	৯১২৪	৯২২৪	৯৩২৪	৯৪২৪	৯৫২৪	৯৬২৪	৯৭২৪	৯৮২৪	৯৯২৪	১০০২৪	১০১২৪	১০২২৪	১০৩২৪	১০৪২৪	১০৫২৪	১০৬২৪	১০৭২৪	১০৮২৪	১০৯২৪	১১০২৪	১১১২৪	১১২২৪	১১৩২৪	১১৪২৪	১১৫২৪	১১৬২৪	১১৭২৪	১১৮২৪	১১৯২৪	১২০২৪	১২১২৪	১২২২৪	১২৩২৪	১২৪২৪	১২৫২৪	১২৬২৪	১২৭২৪	১২৮২৪	১২৯২৪	১৩০২৪	১৩১২৪	১৩২২৪	১৩৩২৪	১৩৪২৪	১৩৫২৪	১৩৬২৪	১৩৭২৪	১৩৮২৪	১৩৯২৪	১৪০২৪	১৪১২৪	১৪২২৪	১৪৩২৪	১৪৪২৪	১৪৫২৪	১৪৬২৪	১৪৭২৪	১৪৮২৪	১৪৯২৪	১৫০২৪	১৫১২৪	১৫২২৪	১৫৩২৪	১৫৪২৪	১৫৫২৪	১৫৬২৪	১৫৭২৪	১৫৮২৪	১৫৯২৪	১৬০২৪	১৬১২৪	১৬২২৪	১৬৩২৪	১৬৪২৪	১৬৫২৪	১৬৬২৪	১৬৭২৪	১৬৮২৪	১৬৯২৪	১৭০২৪	১৭১২৪	১৭২২৪	১৭৩২৪	১৭৪২৪	১৭৫২৪	১৭৬২৪	১৭৭২৪	১৭৮২৪	১৭৯২৪	১৮০২৪	১৮১২৪	১৮২২৪	১৮৩২৪	১৮৪২৪	১৮৫২৪	১৮৬২৪	১৮৭২৪	১৮৮২৪	১৮৯২৪	১৯০২৪	১৯১২৪	১৯২২৪	১৯৩২৪	১৯৪২৪	১৯৫২৪	১৯৬২৪	১৯৭২৪	১৯৮২৪	১৯৯২৪	২০০২৪	২০১২৪	২০২২৪	২০৩২৪	২০৪২৪	২০৫২৪	২০৬২৪	২০৭২৪	২০৮২৪	২০৯২৪	২১০২৪	২১১২৪	২১২২৪	২১৩২৪	২১৪২৪	২১৫২৪	২১৬২৪	২১৭২৪	২১৮২৪	২১৯২৪	২২০২৪	২২১২৪	২২২২৪	২২৩২৪	২২৪২৪	২২৫২৪	২২৬২৪	২২৭২৪	২২৮২৪	২২৯২৪	২৩০২৪	২৩১২৪	২৩২২৪	২৩৩২৪	২৩৪২৪	২৩৫২৪	২৩৬২৪	২৩৭২৪	২৩৮২৪	২৩৯২৪	২৪০২৪	২৪১২৪	২৪২২৪	২৪৩২৪	২৪৪২৪	২৪৫২৪	২৪৬২৪	২৪৭২৪	২৪৮২৪	২৪৯২৪	২৫০২৪	২৫১২৪	২৫২২৪	২৫৩২৪	২৫৪২৪	২৫৫২৪	২৫৬২৪	২৫৭২৪	২৫৮২৪	২৫৯২৪	২৬০২৪	২৬১২৪	২৬২২৪	২৬৩২৪	২৬৪২৪	২৬৫২৪	২৬৬২৪	২৬৭২৪	২৬৮২৪	২৬৯২৪	২৭০২৪	২৭১২৪	২৭২২৪	২৭৩২৪	২৭৪২৪	২৭৫২৪	২৭৬২৪	২৭৭২৪	২৭৮২৪	২৭৯২৪	২৮০২৪	২৮১২৪	২৮২২৪	২৮৩২৪	২৮৪২৪	২৮৫২৪	২৮৬২৪	২৮৭২৪	২৮৮২৪	২৮৯২৪	২৯০২৪	২৯১২৪	২৯২২৪	২৯৩২৪	২৯৪২৪	২৯৫২৪	২৯৬২৪	২৯৭২৪	২৯৮২৪	২৯৯২৪	৩০০২৪	৩০১২৪	৩০২২৪	৩০৩২৪	৩০৪২৪	৩০৫২৪	৩০৬২৪	৩০৭২৪	৩০৮২৪	৩০৯২৪	৩১০২৪	৩১১২৪	৩১২২৪	৩১৩২৪	৩১৪২৪	৩১৫২৪	৩১৬২৪	৩১৭২৪	৩১৮২৪	৩১৯২৪	৩২০২৪	৩২১২৪	৩২২২৪	৩২৩২৪	৩২৪২৪	৩২৫২৪	৩২৬২৪	৩২৭২৪	৩২৮২৪	৩২৯২৪	৩৩০২৪	৩৩১২৪	৩৩২২৪	৩৩৩২৪	৩৩৪২৪	৩৩৫২৪	৩৩৬২৪	৩৩৭২৪	৩৩৮২৪	৩৩৯২৪	৩৪০২৪	৩৪১২৪	৩৪২২৪	৩৪৩২৪	৩৪৪২৪	৩৪৫২৪	৩৪৬২৪	৩৪৭২৪	৩৪৮২৪	৩৪৯২৪	৩৫০২৪	৩৫১২৪	৩৫২২৪	৩৫৩২৪	৩৫৪২৪	৩৫৫২৪	৩৫৬২৪	৩৫৭২৪	৩৫৮২৪	৩৫৯২৪	৩৬০২৪	৩৬১২৪	৩৬২২৪	৩৬৩২৪	৩৬৪২৪	৩৬৫২৪	৩৬৬২৪	৩৬৭২৪	৩৬৮২৪	৩৬৯২৪	৩৭০২৪	৩৭১২৪	৩৭২২৪	৩৭৩২৪	৩৭৪২৪	৩৭৫২৪	৩৭৬২৪	৩৭৭২৪	৩৭৮২৪	৩৭৯২৪	৩৮০২৪	৩৮১২৪	৩৮২২৪	৩৮৩২৪	৩৮৪২৪	৩৮৫২৪	৩৮৬২৪	৩৮৭২৪	৩৮৮২৪	৩৮৯২৪	৩৯০২৪	৩৯১২৪	৩৯২২৪	৩৯৩২৪	৩৯৪২৪	৩৯৫২৪	৩৯৬২৪	৩৯৭২৪	৩৯৮২৪	৩৯৯২৪	৪০০২৪	৪০১২৪	৪০২২৪	৪০৩২৪	৪০৪২৪	৪০৫২৪	৪০৬২৪	৪০৭২৪	৪০৮২৪	৪০৯২৪	৪১০২৪	৪১১২৪	৪১২২৪	৪১৩২৪	৪১৪২৪	৪১৫২৪	৪১৬২৪	৪১৭২৪	৪১৮২৪	৪১৯২৪	৪২০২৪	৪২১২৪	৪২২২৪	৪২৩২৪	৪২৪২৪	৪২৫২৪	৪২৬২৪	৪২৭২৪	৪২৮২৪	৪২৯২৪	৪৩০২৪	৪৩১২৪	৪৩২২৪	৪৩৩২৪	৪৩৪২৪	৪৩৫২৪	৪৩৬২৪	৪৩৭২৪	৪৩৮২৪	৪৩৯২৪	৪৪০২৪	৪৪১২৪	৪৪২২৪	৪৪৩২৪	৪৪৪২৪	৪৪৫২৪	৪৪৬২৪	৪৪৭২৪	৪৪৮২৪	৪৪৯২৪	৪৫০২৪	৪৫১২৪	৪৫২২৪	৪৫৩২৪	৪৫৪২৪	৪৫৫২৪	৪৫৬২৪	৪৫৭২৪	৪৫৮২৪	৪৫৯২৪	৪৬০২৪	৪৬১২৪	৪৬২২৪	৪৬৩২৪	৪৬৪২৪	৪৬৫২৪	৪৬৬২৪	৪৬৭২৪	৪৬৮২৪	৪৬৯২৪	৪৭০২৪	৪৭১২৪	৪৭২২৪	৪৭৩২৪	৪৭৪২৪	৪৭৫২৪	৪৭৬২৪	৪৭৭২৪	৪৭৮২৪	৪৭৯২৪	৪৮০২৪	৪৮১২৪	৪৮২২৪	৪৮৩২৪	৪৮৪২৪	৪৮৫২৪	৪৮৬২৪	৪৮৭২৪	৪৮৮২৪	৪৮৯২৪	৪৯০২৪	৪৯১২৪	৪৯২২৪	৪৯৩২৪	৪৯৪২৪	৪৯৫২৪	৪৯৬২৪	৪৯৭২৪	৪৯৮২৪	৪৯৯২৪	৫০০২৪	৫০১২৪	৫০২২৪	৫০৩২৪	৫০৪২৪	৫০৫২৪	৫০৬২৪	৫০৭২৪	৫০৮২৪	৫০৯২৪	৫১০২৪	৫১১২৪	৫১২২৪	৫১৩২৪	৫১৪২৪	৫১৫২৪	৫১৬২৪	৫১৭২৪	৫১৮২৪	৫১৯২৪	৫২০২৪	৫২১২৪	৫২২২৪	৫২৩২৪	৫২৪২৪	৫২৫২৪	৫২৬২৪	৫২৭২৪	৫২৮২৪	৫২৯২৪	৫৩০২৪	৫৩১২৪	৫৩২২৪	৫৩৩২৪	৫৩৪২৪	৫৩৫২৪	৫৩৬২৪	৫৩৭২৪	৫৩৮২৪	৫৩৯২৪	৫৪০২৪	৫৪১২৪	৫৪২২৪	৫৪৩২৪	৫৪৪২৪	৫৪৫২৪	৫৪৬২৪	৫৪৭২৪	৫৪৮২৪	৫৪৯২৪	৫৫০২৪	৫৫১২৪	৫৫২২৪	৫৫৩২৪	৫৫৪২৪	৫৫৫২৪	৫৫৬২৪	৫৫৭২৪	৫৫৮২৪	৫৫৯২৪	৫৬০২৪	৫৬১২৪	৫৬২২৪	৫৬৩২৪	৫৬৪২৪	৫৬৫২৪	৫৬৬২৪	৫৬৭২৪	৫৬৮২৪	৫৬৯২৪	৫৭০২৪	৫৭১২৪	৫৭২২৪	৫৭৩২৪	৫৭৪২৪	৫৭৫২৪	৫৭৬২৪	৫৭৭২৪	৫৭৮২৪	৫৭৯২৪	৫৮০২৪	৫৮১২৪	৫৮২২৪	৫৮৩২৪	৫৮৪২৪	৫৮৫২৪	৫৮৬২৪	৫৮৭২৪	৫৮৮২৪	৫৮৯২৪	৫৯০২৪	৫৯১২৪	৫৯২২৪	৫৯৩২৪	৫৯৪২৪	৫৯৫২৪	৫৯৬২৪	৫৯৭২৪	৫৯৮২৪	৫৯৯২৪	৬০০২৪	৬০১২৪	৬০২২৪	৬০৩২৪	৬০৪২৪	৬০৫২৪	৬০৬২৪	৬০৭২৪	৬০৮২৪	৬০৯২৪	৬১০২৪	৬১১২৪	৬১২২৪	৬১৩২৪	৬১৪২৪	৬১৫২৪	৬১৬২৪	৬১৭২৪	৬১৮২৪	৬১৯২৪	৬২০২৪	৬২১২৪	৬২২২৪	৬২৩২৪	৬২৪২৪	৬২৫২৪	৬২৬২৪	৬২৭২৪	৬২৮২৪	৬২৯২৪	৬৩০২৪	৬৩১২৪	৬৩২২৪	৬৩৩২৪	৬৩৪২৪	৬৩৫২৪	৬৩৬২৪	৬৩৭২৪	৬৩৮২৪	৬৩৯২৪	৬৪০২৪	৬৪১২৪	৬৪২২৪	৬৪৩২৪	৬৪৪২৪	৬৪৫২৪	৬৪৬২৪	৬৪৭২৪	৬৪৮২৪	৬৪৯২৪	৬৫০২৪	৬৫১২৪	৬৫২২৪	৬৫৩২৪	৬৫৪২৪	৬৫৫২৪	৬৫৬২৪	৬৫৭২৪	৬৫৮২৪	৬৫৯২৪	৬৬০২৪	৬৬১২৪	৬৬২২৪	৬৬৩২৪	৬৬৪২৪	৬৬৫২৪	৬৬৬২৪	৬৬৭২৪	৬৬৮২৪	৬৬৯২৪	৬৭০২৪	৬৭১২৪	৬৭২২৪	৬৭৩২৪	৬৭৪২৪	৬৭৫২৪	৬৭৬২৪	৬৭৭২৪	৬৭৮২৪	৬৭৯২৪	৬৮০২৪	৬৮১২৪	৬৮২২৪	৬৮৩২৪	৬৮৪২৪	৬৮৫২৪	৬৮৬২৪	৬৮৭২৪	৬৮৮২৪	৬৮৯২৪	৬৯০২৪	৬৯১২৪	৬৯২২৪	৬৯৩২৪	৬৯৪২৪	৬৯৫২৪	৬৯৬২৪	৬৯৭২৪	৬৯৮২৪	৬৯৯২৪	৭০০২৪	৭০১২৪	৭০২২৪	৭০৩২৪	৭০৪২৪	৭০৫২৪	৭০৬২৪	৭০৭২৪	৭০৮২৪	৭০৯২৪	৭১০২৪	৭১১২৪	৭১২২৪	৭১৩২৪	৭১৪২৪	৭১৫২৪	৭১৬২৪	৭১৭২৪	৭১৮২৪	৭১৯২৪	৭২০২৪	৭২১২৪	৭২২২৪	৭২৩২৪	৭২৪২৪	৭২৫২৪	৭২৬২৪	৭২৭২৪	৭২৮২৪	৭২৯২৪	৭৩০২৪	৭৩১২৪	৭৩২২৪	৭৩৩২৪	৭৩৪২৪	৭৩৫২৪	৭৩৬২৪	৭৩৭২৪	৭৩৮২৪	৭৩৯২৪	৭৪০২৪	৭৪১২৪	৭৪২২৪	৭৪৩২৪	৭৪৪২৪	৭৪৫২৪	৭৪৬২৪	৭৪৭২৪	৭৪৮২৪	৭৪৯২৪	৭৫০২৪	৭৫১২৪	৭৫২২৪	৭৫৩২৪	৭৫৪২৪	৭৫৫২৪	৭৫৬২৪	৭৫৭২৪	৭৫৮২৪	৭৫৯২৪	৭৬০২৪	৭৬১২৪	৭৬২২৪	৭৬৩২৪	৭৬৪২৪	৭৬৫২৪	৭৬৬২৪	৭৬৭২৪	৭৬৮২৪	৭৬৯২৪	৭৭০২৪	৭৭১২৪	৭৭২২৪	৭৭৩২৪	৭৭৪২৪	৭৭৫২৪	৭৭৬২৪	৭৭৭২৪	৭৭৮২৪	৭৭৯২৪	৭৮০২৪	৭৮১২৪	৭৮২২৪	৭৮৩২৪	৭৮৪২৪	৭৮৫২৪	৭৮৬২৪	৭৮৭২৪	৭৮৮২৪	৭৮৯২৪	৭৯০২৪	৭৯১২৪	৭৯২২৪	৭৯৩২৪	৭৯৪২৪	৭৯৫২৪	৭৯৬২৪	৭৯৭২৪	৭৯৮২৪	৭৯৯২৪	৮০০২৪	৮০১২৪	৮০২২৪	৮০৩২৪	৮০৪২৪	৮০৫২৪	৮০৬২৪	৮০৭২৪	৮০৮২৪	৮০৯২৪	৮১০২৪	৮১১২৪	৮১২২৪	৮১৩২৪	৮১৪২৪	৮১৫২৪	৮১৬২৪	৮১৭২৪	৮১৮২৪	৮১৯২৪	৮২০২৪	৮২১২৪	৮২২২৪	৮২৩২৪	৮২৪২৪	৮২৫২৪	৮২৬২৪	৮২৭২৪	৮২৮২৪	৮২৯২৪	৮৩০২৪	৮৩১২৪	৮৩২২৪	৮৩৩২৪	৮৩৪২৪	৮৩৫২৪	৮৩৬২৪	৮৩৭২৪	৮৩৮২৪	৮৩৯২৪
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ᐱᐅ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য
পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে না।
-বঙ্গবন্ধু

সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা
মনিটরিং কমিটিসমূহ

মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে
শতভাগ বিদ্যুতায়ন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা।
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০৩.১৬-৫৭

তারিখঃ ১৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

চলতি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে সরেজমিনে তদারকির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাবিউবো, বাপবিবো ও পিজিসিবি'র সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হলোঃ

কমিটিসমূহ

ক)	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ চেয়ারম্যান, বিউবো চেয়ারম্যান, পবিবো ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (সকল বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
খ)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (বিতরণ), বিউবো সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা), পবিবো নির্বাহী পরিচালক (ওএন্ডএম), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (খুলনা বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
গ)	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (উৎপাদন), বিউবো সদস্য (অর্থ), পবিবো প্রধান প্রকৌশলী (ট্রান্সমিশন-১), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
ঘ)	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (পিএন্ডডি), বিউবো সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন), পবিবো প্রধান প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (ঢাকা ও সিলেট বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
ঙ)	অতিরিক্ত সচিব (সুশা. ও কর্ম. ব্যবস্থাপনা), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (অর্থ), বিউবো সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পবিবো প্রধান প্রকৌশলী (ট্রান্সমিশন-২), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (রংপুর বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য
চ)	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ সদস্য (কোম্পানি এ্যাকাইউন্স), বিউবো প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প), পবিবো নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), পিজিসিবি	- আহ্বায়ক (ময়মনসিংহ বিভাগ) - সদস্য - সদস্য - সদস্য

০২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১) কমিটি তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহের সেচকার্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সরেজমিনে পরিদর্শন ও সমন্বয় করবেন;
- ২) বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের সম্ভাব্য সুপারিশ করবেন; এবং
- ৩) যথাসময়ে পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের সিডিউল মেইনটেনেন্স হচ্ছে কিনা তা কমিটি মনিটর করবেন।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আইরিন পারভীন)
উপসচিব (সম-২)
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮
(coord-2@pd.gov.bd)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা।
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০৩.১৬-৫৮

তারিখঃ ১৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ চলতি সেচ মৌসুমে সেচের সার্বিক কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল।

সেচ মৌসুমে সেচের সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের নামের পাশে উল্লিখিত জেলাসমূহের সেচ কার্যক্রম মনিটর করার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক আগামী ৩১ মাঘ ২০২১ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	জেলার নাম
১।	জনাব নাসির উদ্দিন তরফদার, যুগ্মসচিব (কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স)	জামালপুর
২।	জনাব এ. টি. এম. মোস্তফা কামাল, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১)	নোয়াখালী
৩।	জনাব মোঃ খায়রুল কবীর মেনন, যুগ্মসচিব (বাজেট)	ঠাকুরগাঁও
৪।	জনাব রেজওয়ানুর রহমান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২)	রাজশাহী
৫।	জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান, যুগ্মসচিব (সমন্বয়-১)	যশোর/ঝিনাইদহ
৬।	ড. শাহ মোঃ হেলাল উদ্দীন, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১)	নেত্রকোনা/কিশোরগঞ্জ
৭।	জনাব তানিয়া খান, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২)	বগুড়া
৮।	জনাব মাসুদা খাতুন, উপসচিব (পরিকল্পনা-২)	চাঁদপুর
৯।	জনাব মোঃ মনোয়ার হাসান খান, উপসচিব (পরিকল্পনা-২)	শেরপুর
১০।	জনাব মাহমুদুল কবীর মুরাদ, উপসচিব (উন্নয়ন-৩)	সুনামগঞ্জ
১১।	জনাব মোঃ আহসানুর রহমান হাসিব, উপসচিব (বাজেট)	গাইবান্ধা
১২।	জনাব তাহমিনা ইয়াসমিন, উপসচিব (প্রশাসন-১)	নরসিংদী
১৩।	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন, উপসচিব (উন্নয়ন-১)	ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া
১৪।	জনাব নিরোদ চন্দ্র মন্ডল, উপসচিব (উন্নয়ন-৫)	হবিগঞ্জ
১৫।	জনাব এম. রায়হান আখতার, উপসচিব (কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স-২)	ময়মনসিংহ
১৬।	জনাব মাহফুজা আখতার, উপসচিব (উন্নয়ন-৪)	নাটোর
১৭।	জনাব খালেদ মোহাম্মদ জাকী, উপসচিব (উন্নয়ন-৬)	সাতক্ষীরা
১৮।	জনাব এরাদুল হক, উপসচিব (আইন)	বাগেরহাট
১৯।	জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক উপসচিব (উন্নয়ন-২)	নওগাঁ
২০।	জনাব এইচ. এম. নূরুল ইসলাম, উপসচিব (কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স-১)	বরিশাল/পিরোজপুর
২১।	জনাব আইরিন পারভীন, উপসচিব (সমন্বয়-২)	কুমিল্লা
২২।	জনাব তাহনিয়া রহমান চৌধুরী, উপসচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানী)	সিলেট
২৩।	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর, সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি শাখা)	দিনাজপুর
২৪।	জনাব রেহেনা আকতার, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২ শাখা)	মানিকগঞ্জ
২৫।	জনাব মাকসুদা খন্দকার, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিধি ও পলিসি শাখা)	চুয়াডাঙ্গা
২৬।	জনাব মুহাম্মদ হাসনাত মোর্শেদ উইয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৩ শাখা)	রংপুর
২৭।	জনাব মাসুদ কামাল, সিনিয়র সহকারী সচিব (সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা)	লালমনিরহাট
২৮।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)	জয়পুরহাট/খুলনা
২৯।	জনাব মুহাম্মাদ চিশতী আশেক, সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-২ শাখা)	চাপাইনবাবগঞ্জ
৩০।	জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান, সহকারী সচিব (হিসাব শাখা)	কুড়িগ্রাম
৩১।	জনাব মোঃ কবির উদ্দিন হাওলাদার, সহকারী সচিব (সমন্বয়-৩)	নীলফামারী
৩২।	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান, সহকারী সচিব (উন্নয়ন-১)	পঞ্চগড়

স্বাক্ষরিত/-
(আইরিন পারভীন)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮
(coord-2@pd.gov.bd)

“দপ্তরাদেশ”

আসন্ন ২০২১ সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ এর স্মারক নং-২৭.০৫২.০৩০.০০.০০.০০১.২০০৯.৮৭৭, তাং- ১৫/১১/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক গত ২৪/১১/২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০ (অংশ-১)-৬৪৭, তাং-০২/০৯/২০১০খ্রিঃ মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঢাকা অঞ্চলের জন্য একটি লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হলঃ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
১	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)	বাপবিবোর্ড	আহবায়ক	০১৭৬৯-৪০০০০৭	rebceplanning@gmail.com
২	জনাব এ.টি.এম ফজলুল করিম, প্রধান প্রকৌশলী (গ্রীড)	ডিপিডিসি	সদস্য	০১৭১৩-২৫৫০১১	ceg@dpdc.org.bd
৩	জনাব সুলতান আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্প	বিএডিসি	সদস্য	০১৭১১-৩১৮৩৭৯	sultan_bgd@yahoo.com
৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, এডিসি (জেনারেল), মানিকগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭১৩-৩৫৩৩০২	adcgmanikganj@mopa.gov.bd
৫	জনাব কমল কুমার ঘোষ, এডিসি (জেনারেল), নরসিংদী	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭৬২-৬৮৭০০২	adcgnsingdi24@gmail.com
৬	জনাব দীপক কুমার রায়, এডিসি (জেনারেল), মুন্সীগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭৬২-৬৮৭২৫৩	harun15411@yahoo.com
৭	জনাব মোহাম্মদ শামীম বেপারী, এডিসি (জেনারেল), নারায়নগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য	০১৭০৮-৪৪২২৬৩	bmshameem@gmail.com
৮	জনাব কাজী ফারুক হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর (ক্ষুদ্র সেচ)	বিএডিসি	সদস্য	০১৭৭৫-৯৮৮২৭৪	badcirrigationgazipur@gmail.com
৯	জনাব আবদুল মোনোম চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, (পিএন্ডডি)	পিজিসিবি	সদস্য	০১৭১৩-০৬৮৩০৮	ce.pnd@pgcb.gov.bd
১০	জনাব ফয়সাল আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্র সেচ, নরসিংদী	বিএডিসি	সদস্য	০১৭৬১-৩১৫৩১৩	xemmi62narsindi@gmail.com
১১	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	নরসিংদী পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৬	narsingdipbs1@yahoo.com
১২	প্রকৌঃ যুবরাজ চন্দ্র পাল, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	গাজীপুর পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৩১	gazipbs@yahoo.com
১৩	প্রকৌঃ মোঃ হারুন, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ঢাকা পবিস-৩	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০৬৮৮	dhakapbs3@gmail.com
১৪	জনাব মোঃ মাহবুব রহমান, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ঢাকা পবিস-৪	সদস্য	০১৭৬৯-৪০২৩৯৬	dhakapbs4@gmail.com
১৫	জনাব আজহার আলী, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ঢাকা পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২৪	dhakapbs01@gmail.com
১৬	জনাব এ, এইচ, এম মোবারক উল্লাহ, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	মুন্সীগঞ্জ পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫০	mngpbs@yahoo.com
১৭	জনাব মোঃ সাইরুল ইসলাম, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	নারায়নগঞ্জ পবিস-১	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৫	gmnnarayanganjpbs@gmail.com
১৮	জনাব রাম শংকর রায়, জেনারেল ম্যানেজার	টাঙ্গাইল পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৭৮	tangailpbs@yahoo.com
১৯	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মুখা, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	মানিকগঞ্জ পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৪৭	gmppbsmnk@yahoo.com
২০	জনাব মোঃ ইউসুফ, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	নরসিংদী পবিস-২	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৭	narsingdipbs2@yahoo.com

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সেচ কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- লোড শেডিং-এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রভিত্তিক লোড শেডিং-এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করতে হবে।
- লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষিবিভাগের Wet & Dry Method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জরুরী প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে), এলাকাভিত্তিক লোড শেডিং করে সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- আঞ্চলিক কমিটি আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সী রীলের বিষয়টি লোকাল পিজিসিবি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ জহিরুল ইসলাম)

সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

স্মারক নং-২৭.১১.৬১০০.৭৭৪.০৩.০২২.১৮/১৫২

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর

বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ

ফোন নং- ০৭২১-৭৭৪৬৮৪, ফ্যাক্স : ০৯১-৬৩২৯৭

E-mail: ceczpdbmymn@yahoo.com

তারিখঃ ১৯/১১/২০২০ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

সেচ মৌসুম/২০২১ উপলক্ষ্যে বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ময়মনসিংহের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০১টি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইলঃ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	মোবাইল/ ফোন নম্বর
১	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ	আহবায়ক	০১৭১১-৫৯৫১২৬
২	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন প্রমানিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, বিউবো, টাঙ্গাইল	সদস্য	০১৭১৩-০১২৭১৬
৩	জনাব মোঃ উবাইদুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, বিউবো, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১১-৪২৯৫৩৭
৪	জনাব মোঃ বদরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ)	বি.এ.ডি.সি, ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১৮-০৩৯২৯৩
৫	জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিঃ দায়িত্ব)	ময়মনসিংহ জোন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১১-৬৯৩৪৫৯
৬	জনাব এ.কে.এম মোস্তফা কামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী জেনারেল ম্যানেজার	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭০৮-১৪৯৪৭৫
৭	জনাব মাসুদুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী	জিএমডি, পিজিসিবি, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭১১-৬৪১১৬২
৮	জনাব মোঃ সোহেল পারভেজ, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৫৩
৯	জনাব সুরত রায়, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৭৮
১০	জনাব মোঃ আলী হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার	শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শেরপুর	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৭৩
১১	জনাব রুবেল আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোনা	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৭৫
১২	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)	নেত্রকোনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নেত্রকোনা	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৬০
১৩	জনাব মেহেদী হাসান সুমন, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, কিশোরগঞ্জ	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৭৬
১৪	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)	কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কিশোরগঞ্জ	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৪১
১৫	জনাব খন্দকার কামরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৯২
১৬	জনাব মোঃ আলমগীর, জেনারেল ম্যানেজার	জামালপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জামালপুর	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৩৫
১৭	জনাব শামীম আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, টাঙ্গাইল	সদস্য	০১৭৫৫-৫৮১৩৮৭
১৮	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	জিএমডি, পিজিসিবি, কালিয়াকৈর	সদস্য	০১৭১৩-৮৫০৪০৭
১৯	জনাব রাম শংকর রায়, জেনারেল ম্যানেজার	টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, টাঙ্গাইল	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৭৮

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন;
- ২। লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে এবং সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩। আপদকালীন/ জরুরী পরিস্থিতিতে লোড শেডিং এর বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচারের মাধ্যমে গ্রাহকদের অবহিত করা;
- ৪। মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ৫। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করা;
- ৬। আপদকালীন/ জরুরী পরিস্থিতিতে সেচ পাম্প এলাকা ভিত্তিক রোটেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৭। সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির প্রতিনিধিগণ যে কোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন এবং প্রয়োজনে উপরতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাপূর্বক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন; ইত্যাদি।

স্বাক্ষরিত
(প্রকৌঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-১-০৮৪৫
প্রধান প্রকৌশলী



দুর্গম হাওড় এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের লাইন মেরামতের খণ্ডচিত্র।



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

স্মারক নং-২৭.১১.১৯০০.৮০৯.১৪.০০৯.২০

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর

বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল,

বিউবো, কুমিল্লা।

E-mail: cecomilla@yahoo.com

তারিখ: ৩০/১১/২০২০ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

আসন্ন ২০২১ সেচ মৌসুমে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (বিদ্যুৎ বিভাগ) এর স্মারক নং-২৭.০৫২.০৩০.০০০০.০০১.২০০৯-৮৭৭’ তারিখ ১৫/১১/২০১০ ইং এর প্রেক্ষিতে ২৪/১১/২০২০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০ (অংশ-১)-৬৪৭ তাং ০২/০৯/২০১০ মোতাবেক কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইলঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার পদবী	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	ফোন/ মোবাইল নম্বর
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা	আহবায়ক	০৮১-৬২৯৯৯/০১৮১৯-২৯৯৬৯৫
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, কুমিল্লা	সদস্য	০৮১-৬২৬০০/ ০১৭১১-৬৪৪৮০৫
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, বিউবো, নোয়াখালী	সদস্য	০১৩১৩-০৯৬১৪৫
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পবিবো, কুমিল্লা	সদস্য	০৮১-৬৫৩৪৪/ ০১৭১১৩৭৭২৭০
৫	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	জেলা প্রশাসক, ফেনী এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৩৩১-৬২৮০৪
৬	সকল নির্বাহী প্রকৌশলী	বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা	সদস্য	-
৭	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	কুমিল্লা পবিস-২	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২২
৮	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	বি-বাড়ীয়া পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০১০
৯	জেনারেল ম্যানেজার	কুমিল্লা পবিস-১/৩/৪	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২১/ ০১৭৬৯-৪০০৭৩৩/ ০১৭৬৯-৪০২১৭৩
১০	জেনারেল ম্যানেজার	চাঁদপুর পবিস-১/২	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০১৬
১১	জেনারেল ম্যানেজার	নোয়াখালী পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৬২
১২	জেনারেল ম্যানেজার	লক্ষ্মীপুর পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০৪৪
১৩	জেনারেল ম্যানেজার	ফেনী পবিস	সদস্য	০১৭৬৯-৪০০০২৯
১৪	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক নোয়াখালী এর প্রতিনিধি	সদস্য	-
১৫	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক বি-বাড়ীয়া এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৮৫১-৫৭৭১৮
১৬	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসক চাঁদপুর এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৮৪১-৬৩৫০৫
১৭	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক লক্ষ্মীপুর এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৩৮১-৫৫৪৪০
১৮	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক কুমিল্লা এর প্রতিনিধি	সদস্য	০৮২১-৬০৩১৬
১৯	সকল আবাসিক প্রকৌশলী	বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা	সদস্য	-

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাহাদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্র সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।
- ২। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়া লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ৩। লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি ফিডার ও ১১ কেভি ফিডার ভিত্তিক প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করিতে হইবে।
- ৪। লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করিয়া গ্রাহকদের আগাম জানাইয়া দিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।
- ৫। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- ৬। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিতে হবে। এতদবিষয়ে পবিসের সকল মহা-ব্যবস্থাপক, বিউবো'র সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে হইবে।
- ৭। প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করিতে হইবে।
- ৮। অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি রীলের বিষয়টি পিজিসিবির স্থানীয় কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ৯। যেকোন সমস্যার সৃষ্ট হইলে আঞ্চলিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাপূর্বক সমাধান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল
বিউবো, কুমিল্লা।



জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ মহাদয় কর্তৃক ডেসকো অফিসে মতবিনিময় সভা।



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল
শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ,
বিদ্যুৎ ভবন (২য় তলা), বিউবো, চট্টগ্রাম
ফোন নং- ০৩১-৭১২২০০
E-mail: pdbcgt@yahoo.com

স্মারক নং-২৭.১১.১৫০০.৭২৯.০২.৮০৪.২০-৩৩৯/এ

তারিখঃ ১৭/১১/২০২০ খ্রিঃ

আসন্ন ২০২১ সেচ মৌসুমে সেচ কাজে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম এর জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হল।

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কমিটির পদবী	মোবাইল/ ফোন নম্বর
১	জনাব মোঃ শামছুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম	আহবায়ক	ফোন: ০৩১-৭১২২০০, মোবাইল: ০১৮১৯-৩১৩৭৩৭
২	জনাব মোহাম্মদ ইমাম হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, চট্টমেট্রো (পূর্ব), বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭১৪৪১২, মোবাইল: ০১৭৭৭-৭৬০০২৯
৩	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম মুধা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, চট্টমেট্রো (পশ্চিম), বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২৫৭৫৪, মোবাইল: ০১৭১৩৮৫০০২২
৪	জনাব মোর্শেদ মঞ্জুরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর), বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২১৪০১, মোবাইল: ০১৭৫৫৬৩৫১১০
৫	জনাব অশোক কুমার চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ), বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব	ফোন: ০৩১-৭২০১৯১, মোবাইল: ০১৭৭৭৭৬০০৩৪
৬	জনাব তাপস কুমার ভৌমিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭১৬২৯৬, মোবাইল: ০১৭১১-৮০৯০৭৯
৭	জনাব মোঃ আবু হাসান সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	শিক্ষা ও আইসিটি, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৬২০৭৯৯, মোবাইল: ০১৭৩৩-৩৩৪৩১২
৮	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	কক্সবাজার	সদস্য	ফোন: ০৩৪১-৬৩২৯৫, মোবাইল: ০১৭১৭-৪০৪১১৪
৯	জনাব মুহাম্মদ আবদুল কাদের গনি, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি কক্সবাজার, বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩৪১-৬৩৪৯৬, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০১৭
১০	জনাব ইসমাইল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবি পটিয়া, বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩০৫-৫৬৪৮৪, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০২২
১১	জনাব আবদুল ফাত্তাহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী	স্ক্যাডা পরিচালন বিভাগ, বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২১৮২২, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০৩৬
১২	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবিবি হাটহাজারী, বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ২৬০১-১২১, মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩০১৫
১৩	জনাব এ. কে. এম মান্নুল বাশরী, নির্বাহী প্রকৌশলী	বিবিবি মোহরা, বিউবো, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৬৭২২৮০, মোবাইল: ০১৭১৪-০০৯৬৭০
১৪	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী	চট্টগ্রাম (উত্তর), পবিরোড, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭৫১৮০৮, মোবাইল: ০১৯১৪-৮৩৭০০৫
১৫	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান, উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	সদস্য	ফোন: ০৩১-৭২০৮৫১, মোবাইল: ০১৮১৫-২৪৩৭০০
১৬	জেনারেল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম পবিস-১/২/৩, কক্সবাজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার।	চট্টগ্রাম পবিস-১/২/৩, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার	সদস্য	মোবাইল: ০১৭৬৯৪০০০১৮, ০১৭৬৯৪০০০১৯, ০১৭৬৯৪০০০২০

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- ২। গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৩। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- ৪। সেচ চলাকালীন সময়ে (রাত ১১ টা হইতে সকাল ৫ টা) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৫। যেকোন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকগণকে আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৭। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ বিষয়ে পবিসের সকল মহা-ব্যবস্থাপক ও আবাসিক প্রকৌশলীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন।
- ৮। এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯। প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে) এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং করতে হবে।
- ১০। অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি পিজিসিবি লিঃ এর কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনার মাধ্যমে আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি রিলে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ১১। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করবেন, প্রয়োজনে উপরতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

স্বাক্ষরিত

(প্রকৌঃ মোঃ শামছুল আলম)

পরিচিতি নং-১-০৭৭৯

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম



ওজোপাড়িকো এর অধীনে সেচ কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র।

উন্নয়নের গণতন্ত্র, শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র।



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

স্মারক নং-বিঅসি-৪৪.০৭/৪৩২

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
বিতরণ অঞ্চল, বিউবো,
বাগবাড়ী, সিলেট।

ফোন নং- ০৮২১-৭১৬১০৬

E-mail: Cepdb_Sy1@yahoo.com

তারিখঃ ০৩/১২/২০২০ খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

আসন্ন ২০২১ ইং সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সিলেট অঞ্চলের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইলঃ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির পদবী	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কমিটির	মোবাইল/ ফোন নম্বর
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট	আইবায়ক	১৭৫৫৫৮২৪১২
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, বিউবো, মৌলভীবাজার	সদস্য	১৭৫৫৫৮২৪১৩
৩	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	সদস্য	১৭৩০৩৩১০১৭
৪	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার	সদস্য	১৭৩০৩৩১০৫৭
৫	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ	সদস্য	১৭৩০৩৩১১২৬ ১৭১৭৮৪৭২২০
৬	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	সদস্য	১৭৩০৩৩১১০৫
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ	সদস্য	১৭৫৫৫৮২৩৪৫
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী	গ্রীড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি), পিজিসিবি, সিলেট	সদস্য	১৭১৩৮৫০৪২০
৯	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট	সদস্য	১৭১৬৩৯৩৯২১
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী	সেচ উইং, বিএডিসি, সিলেট	সদস্য	১৯৯৮৭৭২২৫৬ ১৭১৭৪৩৭৪৩৮
১১	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সিলেট	সদস্য	১৭৬৯৪০০০৭৬
১২	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, সিলেট	সদস্য	১৭৬৯৪০০০৭৭
১৩	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সুনামগঞ্জ	সদস্য	১৭৬৯৪০০০৭৫
১৪	জেনারেল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মৌলভীবাজার	সদস্য	১৭৬৯৪০০০৪৯
১৫	জেনারেল ল ম্যানেজার	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, হবিগঞ্জ	সদস্য	১৭৬৯৪০০০৩৩

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে।
- গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়া লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- লোড শেডিং-এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রভিত্তিক লোড শেডিং-এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করিতে হইবে।
- লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।
- এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষিবিভাগের Wet & Dry Method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
- জরুরী প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে), এলাকাভিত্তিক লোড শেডিং করে সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- আঞ্চলিক কমিটি আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সী রীলের বিষয়টি লোকাল পিজিসিবি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- যেকোন সমস্যার সৃষ্ট হইলে আঞ্চলিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাপূর্বক সমাধান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট

“দপ্তরাদেশ”

আসন্ন সেচ মৌসুমে ২০২১-তে জোনের সর্বত্র সুষ্ঠু ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সার্কুলে গঠিত কমিটি এবং আঞ্চলিক কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য সমন্বয় শাখা-২ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-২৭.০৫২.০৩০.০০.০০১.২০০৯-৮৭৭ তারিখ-১৫/১১/২০১০ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০-৮৭৭ তারিখ-১৫/১১/২০১০ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০৫২.০১০.০০.০০.০২১.২০১০ (অংশ-১)-৬৪৭; তারিখ-০২/০৯/২০১০ ইং মোতাবেক রাজশাহী অঞ্চলের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হইল।

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কমিটিতে অবস্থান
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রাজশাহী	আহবায়ক
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বিএমডিএ, সদর দপ্তর, রাজশাহী।	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কুল-১/২, রাজশাহী	সদস্য
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পিজিসিবি, বগুড়া	সদস্য
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজশাহী জোন, বাপবিবো, রাজশাহী	সদস্য
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বগুড়া জোন, বাপবিবো, বগুড়া	সদস্য
৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	এইচভিডিসি সার্কুল ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৮	সহকারী কমিশনার	বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক রাজশাহী এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১১	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক নাটোর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১২	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক পাবনা এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক বগুড়া এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক নওগাঁ এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৫	সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ এর প্রতিনিধি	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- কমিটি তাহাদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।
- গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- অফ-পিক (সেচ পিক) সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিবেন।
- এলাকা ভিত্তিক সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতিতে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রভিত্তিক শেডিং এর উপর জোর দিয়া প্রয়োজনীয় লোডশেড করিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।
- বরাদ্দকৃত লোড অনুযায়ী সংস্থাসমূহ লোড ব্যবহার করছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করিবেন।
- মানসম্মত (Quality) বিদ্যুৎ সরবরাহ বিশেষতঃ যথাযথ ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ডাতে থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত করিবেন।
- সামগ্রিকভাবে উদ্ভূত কোন সমস্যা থাকলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত/-

(প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রশিদ)

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রাজশাহী

আসন্ন ২০২১ সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত রংপুর অঞ্চলের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক লোড ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হল।

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	কমিটির পদবী
১	প্রধান প্রকৌশলী	বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রংপুর	আহবায়ক
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল-১, নেসকো লিঃ, রংপুর	সদস্য
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল-২, নেসকো লিঃ, রংপুর	সদস্য
৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প ও স সার্কেল, নেসকো লিঃ, দিনাজপুর	সদস্য
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বিএডিসি, রংপুর	সদস্য
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বিএমডিএ, রংপুর	সদস্য
৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, বগুড়া	সদস্য
৮	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বাপবিবো, রংপুর	সদস্য
৯	পরিচালক	সিস্টেম অপারেশন, পবিবো, রাজশাহী	সদস্য
১০	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, রংপুর	সদস্য
১১	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা	সদস্য
১২	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, নীলফামারী	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	সদস্য
১৮	নির্বাহী প্রকৌশলী	এনার্জি অডিটিং ইউনিট বিভাগ, বিউবো, রংপুর	সদস্য
১৯	জিএম	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	সদস্য
২০	জিএম	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	সদস্য
২১	জিএম	দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১	সদস্য
২২	জিএম	দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	সদস্য
২৩	জিএম	ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য
২৪	জিএম	গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য
২৫	জিএম	নীলফামারী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য
২৬	জিএম	কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাঁদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- ২। গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৩। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড শেডিং এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করতে হবে।
- ৫। লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয়ভাবে প্রচার করিয়া গ্রাহকদের আগাম জানাইয়া দিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।
- ৬। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- ৭। অফ-পিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিতে হবে। এতদবিষয়ে পবিসের সকল মহা-ব্যবস্থাপক, বিউবো'র সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে হইবে।
- ৮। এলাকাভিত্তিক সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষিবিভাগের Wet & Dry Method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হবে।
- ৯। জরুরী প্রয়োজনে দিনের বেলায় শহর এলাকায় (অফ-পিক আওয়ারে), এলাকাভিত্তিক লোড শেডিং করে সেচ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হবে।
- ১০। আঞ্চলিক কমিটি আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সী রীলের বিষয়টি লোকাল পিজিসিবি'র কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ১১। যেকোন সমস্যার সৃষ্ট হইলে আঞ্চলিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাপূর্বক সমাধান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত/-

(প্রকৌঃ মোঃ শাহাদাৎ হোসেন সরকার)

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লিঃ, রংপুর



ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো লিঃ)
West Zone Power Distribution Company Limited (WZPDCL)
প্রধান প্রকৌশলীর এর দপ্তর

স্মারক নং- ২৭.২২.৪৭৮৫.০১০.৪৭.০০১.২০-২১১৮

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

“দপ্তরাদেশ”

সেচ মৌসুম, ২০২১ উপলক্ষ্যে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক সেচ কমিটি গঠন করা হলোঃ

খুলনা অঞ্চল

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম ও পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল ফোন
১	জনাব প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান প্রধান প্রকৌশলী, ওজোপাডিকোলিঃ	আহবায়ক	ফোনঃ ০৪১-৭৩০৪৮৪ মোবাঃ ০১৭১১-২৯৭৯৬৮
২	জনাব এস কে জাকিরুজ্জামান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, খুলনা	সদস্য	ফোনঃ ০৪১-৭৬০৪৩০ মোবাঃ ০১৭৫৫-৬৩৫১০২
৩	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর জোন পবিবোর্ড, যশোর	সদস্য	ফোনঃ ০৪২১-৬৮৮৭৫ মোবাঃ ০১৭১৪-০৮১০৩৬
৪	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগের একজন মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য	-

বরিশাল অঞ্চল

১	জনাব প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান প্রধান প্রকৌশলী, ওজোপাডিকোলিঃ	আহবায়ক	ফোনঃ ০৪১-৭৩০৪৮৪ মোবাঃ ০১৭১১-২৯৭৯৬৮
২	জনাব এস কে জাকিরুজ্জামান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), গ্রীড সার্কেল, পিজিসিবি, খুলনা	সদস্য	ফোনঃ ০৪১-৭৬০৪৩০ মোবাঃ ০১৭৫৫-৬৩৫১০২
৩	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল জোন পবিবোর্ড, বরিশাল	সদস্য	ফোনঃ ০৪৩১-৭১২১১ মোবাঃ ০১৭১২-৭৩৬২৮৪
৪	বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগের একজন মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য	-

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ১। কমিটি তাদের আওতাধীন এলাকার জন্য গ্রীড উপকেন্দ্র সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন;
- ২। গ্রীড উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহের লোড চাহিদার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লোড বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৩। সেচ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে লোড বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। লোড শেডিং এর ক্ষেত্রে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ভিত্তিক লোড শেডিং এর উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় লোড শেডিং করতে হবে।
- ৫। লোড শেডিং এর কর্মসূচী স্থানীয় ভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের আগাম জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই কর্মসূচী অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ৭। অফপিক সময়ে (রাত ১১:০০ ঘটিকা হতে পরদিন সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্প চালানোর জন্য গ্রাহক বৃন্দকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- ৮। এলাকা ভিত্তিক সেচ পাম্প বিদ্যুৎ সরবরাহ রোটেশন পদ্ধতি এবং কৃষি বিভাগের Wet & Dry method চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(প্রকৌঃ মোঃ আবু হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী
ও এন্ড এম, এস এন্ড ডি

মুজিববর্ষে গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার গরীব দুঃখী নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। এ লক্ষ্যে তিনি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার “বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না” শীর্ষক প্রত্যয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে সরকার। জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে এবং “আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার” এই প্রতিপাদ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ইতোমধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহ প্রদানে এগিয়ে এসেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার “গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান” - এ উদাত্ত আহবানে আন্তরিকতার সাথে সাড়া দিয়ে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিন্ন মডেলে গৃহ নির্মাণ চলছে। এ কর্মসূচীতে বিদ্যুৎ বিভাগ রেখেছে অনন্য অবদান। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ মুজিববর্ষেই সর্বমোট ৪৪১টি গৃহ নির্মাণের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।



পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় নির্মিত ঘরের ০১টি নমুনা ছবি
(ঘরের সাথে উপকারভোগী মিনারা আক্তার ও তার ছেলে)।

প্রকাশনা
ও
সম্পাদনা
কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

জনাব নসরুল হামিদ, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)

চেয়ারম্যান, বাপবিবোর্ড।

সহ-সম্পাদনায়

মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া

সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবোর্ড।

মোঃ আমজাদ হোসেন

সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবোর্ড।

মুহাম্মদ মতিউর রহমান

নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবোর্ড।

মোঃ শহিদুল করিম

পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

পরিচালক (চঃদাঃ), সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড।

গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও ডিজাইনে

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন

পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড

প্রচারে

জনসংযোগ পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৩ উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন



করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) জনিত পরিস্থিতির কারণে সচিব বিদ্যুৎ বিভাগের সভাপতিত্বে সংস্থাপ্রধানদের অংশগ্রহণে অনলাইন জুম মিটিং।

মুজিববর্ষ বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে
বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত শোক সভার খণ্ডচিত্র।

মুজিববর্ষেই নিশ্চিত হবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন



পল্লী বিদ্যুতের উদ্ভাবনী উদ্যোগ “দুর্যোগে আলোর গেরিলা” টিমের কার্যক্রম।



গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক।



এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন: তখনি শুধু এই লাখ শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



“দ্রুত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সনদপত্র ও সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)

আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মুজিববর্ষ বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ



“বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে না।”

—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



সম্পাদনায়



জনসংযোগ পরিদপ্তর

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড